CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

নিশ্চিন্তের
Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 3 September, 2019 ■ আগরতলা, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১৬ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দেহ থেকে হাত আলাদা অটো যাত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর ।। আমতলি থানাধীন শচীন্দ্রনগর বাজার সংলগ্ন এলাকায় সোমবার এক অটো রিক্সার যাত্রীর হাত দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেছে। ওই অটো যাত্রীর নাম রেহানা বেগম। বাড়ি শচীন্দ্রলাল কলোনী এলাকায়।

বটতলা থেকে অটো রিক্সা করে শচীন্দ্রলাল কলোনী যাওয়ার পথে আমতলির শচীন্দ্রলাল বাজার সংলগ্ন এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, টিআর০ডি-৩১৭৩ অটো রিক্সা করে রেহেনা বেগম বটতলা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। তার একটি হাত অটোর বাইরের দিকে ছিল। বিপরীত দিক থেকে আসা টিআর০১একে-১৭৬৬ টাটা এইচ গাড়ির হুকে মহিলার হাতের চুরি আটকে যায়। এর ফলে তার দেহ থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সু জুতো-মোজা পরে না আসায় ছাত্রকে তাড়ালেন প্রধান শিক্ষিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২ সেপ্টেম্বর ।। সু জুতো-মৌজা না পড়ে স্কুলে আসায় তাড়িয়ে দিলেন প্রধান শিক্ষিকা। সোমবার এই ঘটনা বিশালগড়স্থিত অফিসটিলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে। প্রায় দুই শতাধিক পড়ুয়াকে ঐদিন ক্লাসে ঢুকতে দেননি প্রধান শিক্ষিকা অঞ্জলী সরকার।

প্রতিবাদে বিদ্যালয় চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় ছাত্র-ছাত্রীরা। ক্রমশ উত্তপ্ত হতে থাকে পরিস্থিতি। খবর পেয়ে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ। দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি যেহেতু তাদের মাত্র একমাস ক্লাস বাকি আছে, সেহেতু এ নিয়ম তুলে নিক বিদ্যালয় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে বহু খুনের বিচার হয়নি, সমস্ত ফাইল খুলবে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আইন-শৃঙ্খলা ইস্যুতে উল্টে দিশেহারা বিরোধীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। খুনের ঘটনায় বিচার হয়নি এমন বহু মামলার ফাইল কবর খুঁড়ে বের করবে রাজ্য সরকার। ওই ঘটনাগুলির পুণ: তদন্তের প্রস্তুতির জন্য কমিটিও গঠন করা হয়েছে। সোমবার বিধানসভায় এ-কথা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর দাবি, অতীতে রাজ্যে এমন অনেক খুনের ঘটনা থানায় নথিভুক্ত হয়নি। তাই, বিচার হয়নি ওই সমস্ত খুনের মামলায় পুনরায় তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির তুলনামূলকভাবে অনেক উন্নতি হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে চাপে ফেলতে গিয়ে উল্টো বিরোধীদের আজ বিধানসভায় দিশেহারা বলেই মনে হয়েছে।

গত ৩০ আগস্ট ত্রিপুরা বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন বিরোধী দলের পক্ষ থেকে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। আজ বিধানসভা অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত তথ্য উপাস্থাপন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির তুলনামূলকভাবে অনেক উন্নতি হয়েছে। ২০১৭ সালের সঙ্গে তুলনা করলে রাজ্যে সংঘটিত বিভিন্ন অপরাধের ঘটনা অনেক হ্রাস পেয়েছে।

এদিন তিনি জানান, ২০১৭-এর তুলনায় ২০১৮ সালে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ ৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। পণের জন্য অত্যাচারের ঘটনা হ্রাস পেয়েছে ১২ শতাংশ। ধর্ষণের ঘটনা হ্রাস পেয়েছে ৫ শতাংশ। মহিলাদের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির ঘটনা হ্রাস পেয়েছে ১৮ শতাংশ। তেমনি, পণের জন্য মৃত্যুর ঘটনা হ্রাস পেয়েছে ৪৫ শতাংশ। মুখ্যমন্ত্রী তথ্য দিয়ে জানান, ২০১৯ সালে পোক্সো আইনে ৮২টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে এবং এই মামলায় ৮৪ জন গ্রেফতার হয়েছে।

তিনি বলেন, এ-বছর জানুয়ারি থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যে খুন হয়েছেন ৩১ জন। সেই তুলনায় ২০১৭ সালে এই সময়কালে রাজ্যে খুন হয়েছিলেন ৩৫ জন। এদিকে, ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে ২৯ আগস্ট পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধের তথ্যও বিধানসভায় তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ২০১৭ সালে এই সময়ের মধ্যে পণের জন্য হত্যার ঘটনা ঘটেছিল ২৭টি। ২০১৯ সালের এই সময়ের মধ্যে পণের জন্য হত্যার ঘটনা ঘটেছে ২১টি। এই সময়ে ২০১৭ সালে গণধর্ষণের ঘটনা হয়েছিল ৯-টি। ২০১৯ সালে এমন ঘটনা ঘটেছে ৫-টি। তিনি বলেন, যে-সব অপরাধের ঘটনা বিধানসভায় উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে সোমা দেবনাথের ঘটনা খুবই নিন্দনীয় এবং দুঃখজনক। এই ঘটনার অভিযুক্ত সমীর দাসকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রানিরবাজার, খোয়াই, আমতলি, কৈলাসহর প্রভৃতি স্থানে অপরাধের ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়েছে। এ-সব অপরাধের ঘটনা বন্ধ করতে সমাজকে শুধরাতে হবে। এজন্য সবাই মিলে একসাথে কাজ করতে হবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আগরতলার সদর মহকুমাশাসক সুখরাম দেববর্মা খুনের ঘটনা তুলে ধরে বলেন, এই ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি। এমন-কি পুলিশ চার্জশিটও পেশ করতে পারেনি। বিধায়ক মধুসূদন সাহা খুন হন ২০০১ সালে। আর আসামী গ্রেফতার হয়েছে ২০০৩ সালে। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, প্রাক্তন মন্ত্রী বিমল সিনহা হত্যা মামলা কৈলাসহর আদালতে চলছিল। এই মামলা আগরতলায় ট্রান্সফার করতে হয়েছে। কেন এটা করা হয়েছিল, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জল ও রাস্তার সমস্যা, ক্ষুব্ধ জনতার পথ অবরোধ শহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। পানীয় জল ও রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সোমবার আগরতলার রাধানগর বহুতল আবাসনের বাসিন্দারা পথ অবরোধ করেন। এতে রাজধানীর উত্তর গেট এলাকা থেকে শুরু করে ভিআইপি রোড, ভগবান ঠাকুর চৌমুহনি এবং অভয়নগরে তীব্র যানজট দেখা দেয়। আধঘণ্টা অবরোধের পর তাঁরা উঠে গেলেও, চারিদিক থেকে গাড়ি বিভিন্ন রাস্তায় ধাবমান হলে যানজট ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, পাঁচদিন ধরে আবাসনে পানীয় জল আসছে না। ওয়ার্ড অফিস এবং ডিডব্লুএস-কে জানানো সত্বেও কোনও প্রতিকার মিলছে না। তাঁদের দাবি, আবাসনে ৮০ পরিবারের বসবাস। ফলে, জল ছাড়া জীবিকা নির্বাহ দুর্বিসহে পরিণত হয়েছে। তাঁদের আরও অভিযোগ, আবাসনে যাওয়ার রাস্তাটিও বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা সংস্কারের আবেদন জানানো হলেও, কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। তাই আজ তাঁরা বাধ্য হয়ে পথ অবরোধে বসেছেন।

তাঁদের সাফ কথা, পানীয় জলের সমস্যা সমাধান এবং রাস্তা সংস্কারের সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না মিললে তাঁরা অবরোধ প্রত্যাহার করবেন না। এদিকে, অবরোধের খবর শুনে পূর্ব আগরতলা থানা এবং এনসিসি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি মোকাবিলার চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁরা তাতে ব্যর্থ হন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরায় এনআরসি কেন্দ্র এখনও কিছু ভাবেনি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। এনআরসি নিয়ে ত্রিপুরা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এখনও কোনও কিছুই ভাবেনি। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের কথায় এমনটাই মনে হয়েছে। তাঁর দাবি, এনআরসি চালু করার আগে রাজ্যের মতামত নেবে কেন্দ্রীয় সরকার। বর্তমানে ত্রিপুরায় এনআরসি বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে শুনানী চলছে। তাই এই বিষয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়। আজ বিধানসভার অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে মধ্যাহ্ন বিরতিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এ-কথা জানান তিনি। তিনি আরও জানান, যদি ভারত সরকার এ-বিষয়ে আলোচনা করে তবে তিনি সংবাদ মাধ্যমকে তা জানাবেন। এতে গোপনীয়তার কোনও অবকাশ নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উত্তরপূর্ব ভারতের অসমে এনআরসি চালুর পর থেকে ত্রিপুরায়ও এনআরসি চালুর জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তিবিশেষের তরফে দাবি উঠেছে। এমন-কি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে এই দাবিতে মামলা করা হয়েছে।

ত্রিপুরায় এনআরসি চালু করার জন্য সুপ্রিমকোর্টে তিনটি মামলা করা হয়েছে। প্রথম মামলাটি করেছেন ত্রিপুরা পিপলস ফ্রন্ট (টিপিএফ)-এর সভানেত্রী পাতালকন্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে জঙ্গলে উদ্ধার বৃদ্ধের রক্তাক্ত মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২ সেপ্টেম্বর ।। বাড়ির পাশের জঙ্গল থেকে উদ্ধার কালা মিঞা উরাং নামে ৬০ বছরের এক বৃদ্ধের রক্তাক্ত মৃতদেহ। কৈলাসহর মহকুমার ইরানি থানার অন্তর্গত হীরাছড়া উড়াং কলোনি ৪ নাম্বার ওয়ার্ড এলাকার ঘটনা। কালামিয়া উড়াং ও উনার ছেলে সীতারাম উড়াং একই বাড়িতে থাকে।

ছেলে সীতারাম উড়াং ঘটনার দিন বাড়িতে ছিলেন না। তিনি এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে রাতের বেলায় কালামিয়া উড়াংকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথালি আক্রমণ চালানো হয়। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে নিজেদের দায়িত্ব খালাস করে।

বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত কোন পুলিশ কর্মীকে জেলা হাসপাতাল চত্বরে দেখা মিলেনি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাধারঘাটে বিজেপি ও কংগ্রেস প্রার্থীর নাম ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। ১৪ বাধারঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল কংগ্রেস ও বিজেপি। সেই সাথে এসইউসিআই(সি) এর তরফ থেকেও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে সোমবার। কংগ্রেসের তরফে এই কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রার্থী করা হয়েছে রতন দাসকে। অন্যদিকে বিজেপির তরফে প্রার্থী করা হয়েছে মিমি মজুমদারকে। তাছাড়া এসইউসিআই(সি) এর প্রার্থী করা হয়েছে মৃদুল কান্তি সরকার। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২ সেপ্টেম্বর ।। সোমবার সকাল আনুমানিক ১০ ঘটিকায় শান্তিরবাজার মহকুমার অলইছড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। শান্তিরবাজার হর্টিকালচারে কর্মরত দুইজন কর্মী টিআর০১-জে-০৩২৮ নাম্বারের গাড়ি করে আগরতলা থেকে শান্তিরবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হলে অলইছড়া বাজার সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা ভরেন চক্রবর্তী (৬০) নামে এক ব্যক্তি আহত হয়।

অপরদিকে গাড়ি চালক হিরেন্দ্র দেববর্মা (৫০) অল্পবিস্তর আহত হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শান্তিরবাজারের পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে গাড়ি চালক হিরেন্দ্র দেববর্মার কাছে জানতে চাইলে তিনি কোন প্রকার সদ উত্তর দিতে পারেননি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকমুখে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিলো গাড়িটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাম জমানায় পূর্ত কাজে অনিয়মের জন্যই ভিজিল্যান্স তদন্তের সিদ্ধান্ত

বিধানসভায় বিবৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। ক্যাবিনেট মেমোর সাথে পূর্ত দফতরের প্রধানসচিবের নোটের অমিল রয়েছে। তাতে ৮৬৬ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার কাজে অনিয়ম হয়েছে বলে অনুমানে প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে ভিজিল্যান্স তদন্ত চলছে। সোমবার রাজ্য বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে সিপিএম বিধায়ক সুধন দাসের উল্লেখপর্বে আনা নোটিশের জবাবে এ-কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, ২০০৮-২০০৯ অর্থবর্ষে মন্ত্রিসভার অনুমোদিত খরচ সংযোজন ১০ শতাংশের বদলে ৩৫.৭৩ শতাংশ অধিক খরচ ধরা হয়েছে। অথচ, এ-বিষয়ে মন্ত্রিসভার কোনও অনুমোদন নেওয়া হয়নি। বরং,

তৎকালীন পূর্ত দফতরের প্রধানসচিবের নোটে বিষয়টি মন্ত্রিসভার জ্ঞাতসারে হচ্ছে বলে উল্লেখ রয়েছে। সন্দেহজনক ওই কাজের ভিজিল্যান্স তদন্ত দেওয়া হয়েছে, জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি জানান, ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে ত্রিপুরায় পূর্ত দফতর বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে অনুমোদিত ব্যয়ের ১০ শতাংশ পর্যন্ত খরচ সংযোজন পদ্ধতিতে দরপত্র চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বিষয়টি মন্ত্রিসভা অনুমোদনও দিয়েছিল। কিন্তু, ২০০৮ সালে পূর্ত দফতরের নির্ধারিত মূল্য তালিকা অনুযায়ী ১০ শতাংশ খরচ সংযোজন পদ্ধতিতে দর পত্র আহ্বানের বিষয়টিই টেকনিক্যাল এবং ফিনানশিয়াল দর পত্রের নথিতে উল্লেখ করা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংগঠনগুলিকে প্রতিমাসে টাকা দেবেন পিসিসি সভাপতি প্রদ্যুৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে কংগ্রেস ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলির সাংগঠনিক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন একটি নতুন যোজনা শুরু করেছেন। এই যোজনা অনুযায়ী প্রতিটি সংগঠনকে ও দলকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হবে প্রতি মাসে।

প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন জানিয়েছেন তিনি ব্যক্তিগত একাউন্ট থেকে এই টাকা সরবরাহ করবেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিটফান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থ ফেরত দেবে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। চিটফাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত আমানতকারীদের অর্থ ফিরিয়ে দেবে রাজ্য সরকার। সোমবার বিধানসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ-কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তার কথায়, রাজ্যে চিটফান্ড সংস্থার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে আমানতকারীদের গচ্ছিত অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।

সোমবার বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে প্রশ্নোত্তর পারবে ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্য সুধাংশু দাসের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের বিভিন্ন থানায় এনবিএফসি-র বিরুদ্ধে মোট ৮৩টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এই মামলাগুলির মধ্যে পাঁচটির সিবিআই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে প্রতিদিন গড়ে দুয়ের অধিক আত্মহত্যা হয়, তথ্য বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে প্রতিদিন গড়ে দুয়ের বেশি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। অন্তত, রাজ্য বিধানসভায় গৃহমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্যে এমনটাই প্রমাণ মিলেছে। ত্রিপুরায় আত্মহত্যার এই প্রবণতা যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে হচ্ছে।

সোমবার রাজ্য বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে সিপিএম বিধায়ক রতনকুমার ভৌমিকের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব জানান, ২০১৮ সালের মার্চ থেকে ২০১৯ মে পর্যন্ত রাজ্যে ৯৮২টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ৩০৭ জন মহিলা এবং ৬৭৫ জন পুরুষ আত্মহত্যা করেছেন। তিনি আরও জানান, ওই ঘটনাগুলির মধ্যে ১৮টি আত্মহত্যার ঘটনা পণের জন্য হয়েছে। তার মধ্যে ১৮টি পণ সংক্রান্ত মামলা নথিভুক্ত হয়েছে।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া তথ্যে স্পষ্ট, প্রতিদিন গড়ে দুটিরও বেশি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। শুধু তা-ই নয়, প্রতিবছরই মহিলাদের তুলনায় পুরুষদের আত্মহত্যার হার বেশি থাকছে। কিন্তু, পুরুষদের অধিকাংশ আত্মহত্যার ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নথিভুক্ত করে পুলিশ কোনও তদন্তই করছে না।

স্বাভাবিকভাবেই আত্মহত্যার জন্য প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা কখনও মিটছে না। শুধু তা-ই নয়, আত্মহত্যাজনিত সমস্যা সমাধানে কোনও উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্লাস্টিকের সমস্যা বিশ্বব্যাপী, স্থানীয়স্তরে এর সমাধান করতে হবে, জানালেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। প্লাস্টিকের সমস্যা সারা বিশ্বব্যাপী। কিন্তু স্থানীয়স্তরে এর সমাধান করতে হবে। আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয়ার্ধে বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায় আনীত 'ত্রিপুরায় নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ব্যবহার বন্ধে প্রশাসনের তরফ থেকে আরও কঠোর এবং সর্বাত্মক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাবে এভাবেই সমস্যা সমাধানে দিশা দেখালেন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তাঁর কথায়, প্লাস্টিক আবিষ্কার বিজ্ঞানের অন্যতম দান। কিন্তু এর বহুল ব্যবহারে আজ মানবসমাজ সমস্যার সম্মুখীন।

জিষ্ণু দেববর্মা ত্রিপুরার বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দফতরের দায়িত্বেও রয়েছেন। তিনি বলেন, ২০১৫ থেকেই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দফতরের পক্ষ থেকে সমগ্র ত্রিপুরায় প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ প্রস্তুত, আমদানি, রফতানি, মজুত, বিক্রয় ও ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দফতরের অধিকর্তা, ত্রিপুরা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্যসচিব, জেলাশাসকগণ, জেলার পুলিশ সুপারগণ, মুখ্য কার্যনিবাহী আধিকারিক (আরবান লোকাল বডি এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকদের নিয়মিতকরণে সরকারের এক্তিয়ার নেই, টাকার সংস্থান করাও অসম্ভব

বিধানসভায় জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ সেপ্টেম্বর।। সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিতকরণ রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে নেই । শুধু তা-ই নয়, তাঁদের ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায় ২.৫৭ বেতনক্রম দিতে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ১২৯ কোটি ৪৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকার সংস্থান করাও সম্ভব নয় । সোমবার ত্রিপুরা বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে সিপিএম বিধায়ক সুধন দাসের উল্লেখপর্বে আনা নোটিশের জবাবে এ-কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ ।

তিনি জানান, ত্রিপুরায় সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে ৫,৫৬৮ জন চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ২,৬৮৪ জন অস্নাতক, ২,৬৩৩ জন স্নাতক এবং ২৫১ জন স্নাতকোত্তর। তাঁর কথায়, সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের মঞ্জুরি কমিশন ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৮৬ কোটি ৯২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছে। তাতে, ছয় মাস তাঁদের বেতন প্রদান করা যাবে ।

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, ১.৮৬ বেতনক্রম অনুসারে তাঁদের এখন বেতন দেওয়া হচ্ছে । তাতে, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রকের মঞ্জুরি কমিশনের অনুমোদিত অর্থ ব্যতিত অতিরিক্ত ৭৯ কোটি ২৪ লক্ষ ২৬ টাকার প্রয়োজন রয়েছে । সাথে তিনি যোগ করেন, ঠিক একইভাবে ২.২৫ বেতনক্রম অনুসারে ১০৪ কোটি ২ লক্ষ ৬২ হাজার ৮৪৪ টাকা এবং ২.৫৭ বেতনক্রম অনুসারে ১২৯ কোটি ৪৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকার অতিরিক্ত প্রয়োজন রয়েছে ।

তাঁর কথায়, সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে অস্নাতক শিক্ষক-শিক্ষিকারা ২১,৯০৭ টাকা বেতন পাচ্ছেন। তার মধ্যে ১৫ হাজার টাকা কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক মঞ্জুর করেছে। ফলে, অতিরিক্ত ৬,৯০৭ টাকা ত্রিপুরা সরকার নিজেদের কোষাগার থেকে খরচ করছে। ঠিক একইভাবে, স্নাতক শিক্ষক-শিক্ষিকারা ২৭,৭১১ টাকা। তাতে, কেন্দ্র দিচ্ছে ২০ হাজার টাকা এবং রাজ্যকে দিতে হচ্ছে ৭,৭১১ টাকা। এছাড়া চুক্তিবদ্ধ স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষিকারা পাচ্ছেন ২৬,৭৩০ টাকা। তার মধ্যে কেন্দ্র দিচ্ছে ২৫ হাজার টাকা এবং রাজ্যের বহন করতে হচ্ছে ১, ৭৩০ টাকা।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, মনোজ কুমার দেববর্মা এবং অন্যান্য ও সজল দেববর্মা এবং অন্যান্য নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত দুটি পৃথক আবেদন ত্রিপুরা হাইকোর্টে জমা পড়েছে। ওই দুটি মামলা বর্তমানে শুনানির পর্যায়ে রয়েছে। ফলে, বিচারাধীন মামলায় এখনই কোনও মন্তব্য করা কিংবা সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয় বলে জানান তিনি। তবে, টিআরবিটি-র মাধ্যমে টেট পরীক্ষা দিয়ে তাঁরা শিক্ষকতার চাকরিতে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। তা-হলে, তাঁদের নিয়মিতকরণে যথেষ্ট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ট্রেনের কামরায় অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার নিখোঁজ ছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২ সেপ্টেম্বর ।। চুরাইবাড়ি থানাধীন নদিয়া পুর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ট্রেনের কামরার ভিতর থেকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা হলো এক নিখোঁজ ছাত্রকে। তার নাম আবু আহমেদ। সে অসমের নিলাম বাজারের বাহাদুরপুর মাহমুদিয়া হাফিজি আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র। মাদ্রাসা থেকে ছাত্র নিখোঁজের ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। আবু আহমেদ নামে এক ছাত্র ১১দিন পূর্বে নিখোঁজ হয়েছিল। এ ব্যাপারে তার মা-বাবা নিলাম বাজার থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কদমতলা থানাকে এ ব্যাপারে অবহিত করা হয়েছিল।

দীর্ঘ ১১দিন যাবৎ তার কোন সন্ধান ছিল না। অবশেষে রবিবার একটি অজ্ঞাত ফোন থেকে তার মার কাছে ফোন আসে সোমবার শিলচর আগরতলা ট্রেন এ করে অজ্ঞান অবস্থায় পাঠানো হবে। বিষয়টি কাউকে জানানো হলে পরিণতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে বলেও তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। ছেলেকে ফিরে পাওয়ার জন্য তারা বিষয়টি কাউকে জানায়নি। সোমবার সকাল থেকে যথারীতি চুরাইবাড়ি থানাধীন নদিয়া পুর রেলওয়ে স্টেশনে তারা অধীর অপেক্ষায় কাটাচ্ছিল। শিলচর আগরতলাগামী ট্রেনটি সেখানে পৌঁছলে তারা ট্রেনের বগিতে খোঁজাখুঁজি শুরু করে অজ্ঞান অবস্থায় তাকে খুঁজে পায়। সঙ্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ৩২১ ◘ ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ◘ ১৫ ভাদ্র ◘◙ মঙ্গলবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

আমাজনে আগুন

ল্যাটিন আমেরিকা ল্যাটিন ভাষা সহ বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়াছে ফুটবলার পেলে, মারাদোনা, মেসি, চে গুয়েভারা, ফিদেল কাস্ত্রোর মতো বিশ্ব যোদ্ধাদের। আর দিয়াছে যোদ্ধা নারী আমাজনকে। পৃথিবীব্যাপী বিশ্ব উষ্ণায়ন ও পরিবেশ দূষণকে মুক্ত করিতে নিরন্তর যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে ক্ষতবিক্ষত এই যোদ্ধা নারী। শুধুমাত্র ব্রাজিল নয়, আমাজন অবস্থান করিতেছে পেরু (১৩), কলম্বিয়া (১০), ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, গিয়ানা, সুরিনাম, ফ্রান্স গায়ানা দেশ মিলিয়া। তবে আমাজনের ৬০ বনভূমি ব্রাজিল দেশের অন্তর্গত। ৫৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার স্থান জুড়ে অবস্থান করা এই বিশাল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃষ্টি অরণ্য পৃথিবীর প্রায় কুড়ি শতাংশ অক্সিজেন উৎপাদন করে এবং এক-চতুর্থাংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। যথার্থ অর্থেই তা পৃথিবীর ফুসফুসে পরিণত হইয়াছে।

সেই পৃথিবীর ফুসফুসে এখন ক্ষয়রোগ। গত ১৫ অগস্ট হইতে লাগাতার দগ্ধ হইয়া চলিতেছে আমাজন। প্রতি বছর এই আমাজনের বুকে সাধারণ দাবানলের মতো ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যদিও পৃথিবীর সব চেয়ে আর্দ্র স্থানগুলির মধ্যে আমাজন অন্যতম। কিন্তু এ বারের ঘটনা মানবসমাজের ভিত নাড়াইয়া দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে প্রায় ৮৩ শতাংশ বেশি দাবদাহের ঘটনা ঘটিয়াছে। এ বছর আমাজন জঙ্গলের ব্রাজিল অংশে প্রায় ৭৫ হাজারটি দাবানলের ঘটনার খবর এখনও পর্যন্ত নথিভুক্ত হইয়াছে।

আর্দ্র ক্যানোপি যুক্ত এই বিশাল বনভূমি, যেখানে বছরে ২৫০ থেকে ৩০০ সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, আবার, কোনও কোনও স্থানে হাজার সেন্টিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয় সেখানে এত পরিমাণে ভয়াবহ দাবানলের ঘটনা কেন সংঘটিত হইয়াছে? কেন তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে? এই ভাবে বনভূমি দাবানলের করালগ্রাসে ধ্বংস হইতে থাকিলে দক্ষিণ আমেরিকা তথা পৃথিবীর আবহাওয়া ও জলবায়ু তথা জীববৈচিত্র্যে যে ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়িবে, তাহা হইতে বাহির আসার উপায় মানুষের হাতে আছে কি?

আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এত বৃহৎ একটি বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চল যার বুক জুড়ে বহমান পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজন, যার জলধারণ ক্ষমতা অন্য সমস্ত বহতা প্রবাহিণীদের হার মানায়, পৃথিবীর সেই অন্যতম ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য অঞ্চলে এত বেশি পরিমাণে দাবানলের ঘটনা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়। কিন্তু জুলাই থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আমাজনে কোনও বৃষ্টি না হইবার কারণে এই সময়ে সাধারণত শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে। তখন এখানে দাবানলের ঘটনা আকস্মিক নয় ঘটতেই পারে। কিন্তু এ বার যে ঘটনা ঘটে চলেছে, তা সত্যিই নজিরবিহীন। বর্তমানে ২৫০০টি স্থান আগুনের গ্রাসে ত্রস্ত।

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আমাজনের জঙ্গলের ভয়াবহ আগুনের কয়েকটি কারণকে যথার্থ ভাবেই চিহ্নিত করিয়াছেন। প্রথমত, বিভিন্ন কারণে বৃক্ষচ্ছেদন করে বনভূমি উজাড়, মনুষ্য প্রজাতির বসতি স্থাপন-সহ বিভিন্ন নির্মাণের উদ্দেশ্যে মানুষ নির্বিচারে এখানকার ঘন চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমিকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। তার পর ছেদন করা বৃক্ষের প্রতিটি অংশ নিশ্চিহ্ন করতে তা শুকিয়ে আগুনে পুড়িয়ে ফেলার সময়ে আগুন ছড়িয়ে পড়িতেছে আশেপাশের জঙ্গলে। যা রূপ নিচ্ছে ভয়াবহ দাবানলের।

দ্বিতীয় কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাকে। বসতি বাড়িবার ফলে স্থান সঙ্কুলানের অভাব, কৃষিজাত দ্রব্যের জোগান দেওয়ার জন্য মানুষ সরাসরি কোনও বিবেচনা না করেই জঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। গবাদি পশুর চারণভূমি তৈরি করিবার জন্যও একই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে মানুষ। 'ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড' ইতিমধ্যেই সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে যে, বনভূমি ছেদন করতে যেখানে যান্ত্রিক প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়াছে, সেখানে মানুষই বনভূমি সাফ করিতে আগুন লাগাইয়া দিচ্ছে। যার ফল মনুষ্যসৃষ্ট দাবানল।

লাগাতার খরার ঘটনাকে তৃতীয় কারণ হিসেবে ধরে নেওয়া যাইতে পারে। যথেচ্ছ ভাবে বৃক্ষনিধনের ফলে জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন খরার তীব্রতাকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে জমি মাফিয়াদের একটি দুষ্টচক্র।

কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জলের অপ্রতুলতার কারণে জঙ্গল শুষ্ক হইয়া আগুন লাগিয়া খরার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক সময়ে যে অরণ্য 'ফায়ার প্রুফ' নামে পরিচিত ছিল, আড়াই লক্ষ পতঙ্গ এবং চার লক্ষ উদ্ভিদ প্রজাতির সেই আবাসস্থল আজ এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত। যার থেকে রেহাই নেই এই বনভূমিতে বসবাসকারী অসংখ্য প্রজাতির জীব এবং নৃ-প্রজাতির আদিম অধিবাসী মুরা, গুয়াত, নামবিকওয়ালা, ম্যাকিগোন জিভারে সিরিয়ানা, সেরিংগুইরো বা ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত অ্যামিরিন্ডিয়ানদেরও।

আমাজনের এই দুর্দিনে বিশ্বের তাবড় তাবড় দেশ আজ নড়েচড়ে বসছে। প্রশ্ন ওঠে, কেন তারা আমাজনকে বাঁচাতে আর্থিক ও অন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে চাইছে? এর একটাই কারণ আমাজনের এই সেলভা অরণ্যের প্রয়োজনীয়তা শুধুমাত্র ব্রাজিল বা দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির জন্যই নয়। আমাজন জঙ্গল বিনাশ হইলে বিশ্বের উষ্ণতা চিরতরে মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলিয়া যাইবে। শিল্পোন্নত দেশগুলি সব চেয়ে বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। ভারত বা চিনের মতো অত্যাধিক জনসংখ্যা কবলিত দেশগুলিও বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির জন্য সমপরিমাণ দায়ী বলা যায়। আমাজন যে পরিমাণ বাড়তি অক্সিজেন সারা বিশ্বকে সরবরাহ করিয়া থাকে, তার পরিবর্তে উন্নত তথা কার্বন ডাই-অক্সাইড সরবরাহকারী দেশগুলির পক্ষ থেকে কোনও প্রকার সহায়তা দান বা অন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার প্রচেষ্টাও লক্ষ করা যায় না। বাণিজ্যিক সহায়তা বা কৃষির জন্য বন উজাড় করা মানুষগুলির ভাগ্যোন্নয়নের কোনও প্রচেষ্টাও কোনও তরফ থেকে নাই। ফলশ্রুতিতে বিশ্ব উষ্ণায়ন ইতিমধ্যেই যে পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে, তাহাতে আমরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছি উষ্ণতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ধ্বংস হচ্ছে জীববৈচিত্র।

বিশ্ব উষ্ণায়ন বৃদ্ধির জন্য যারা দায়ী, দায়বদ্ধতাও সব চেয়ে বেশি তাহাদেরই নয় কি? তবে ব্রাজিল সরকারের উপরেও নিশ্চিত ভাবেই এই দায় বর্তাইবে। কারণ, বর্তমান রাষ্ট্রপতি জাইর বলসোনারো সরকার অর্থনৈতিক মন্দা হইতে বাহির হইয়া আসিতে জঙ্গল উজাড় করিয়া কৃষি ক্ষেত্র, বসতি এবং শিল্পাঞ্চল গড়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতেছে। শুধু তাহাই নয়, গত জানুয়ারি মাসে বলসোনারো সরকার ক্ষমতায় আসিবার পর আমাজনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাও অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, সন্দেহের তির ক্রমশই তীব্র হইতেছে। এর থেকে একমাত্র বাঁচার উপায় হল, নিজেদের স্বার্থেই প্রতিটি দেশকে আমাজনের বৃষ্টি বনানীকে বাঁচাইতে এগিয়ে আসিতে হইবে। পরিবেশ রক্ষা করিতে হইবে।

বায়ুমণ্ডল দেশকালের বেড়াজাল মানে না পৃথিবীর ফুসফুস যত ক্ষণ সচল থাকবে, মানবসমাজও তত দিনই সক্ষম থাকিবে।

প্রধানমন্ত্রীর চা বিক্রির জায়গাটিকে পর্যটন কেন্দ্রে গড়ে তুলবে গুজরাট সরকার

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চা বিক্রেতা থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। সাধারণ জীবনযাপন থেকে ক্ষমতার শীর্ষ হয়ে ওঠার এই পথকে কুর্ণিশ জানিয়েছে গোটা বিশ্ব। ছোটবেলায় যে রেলস্টেশনে চা বিক্রি করতেন নরেন্দ্র মোদী সেই জায়গাটিকে পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন।

শৈশবে গুজরাটের ভাদনগর রেল স্টেশনে চা বিক্রি করতেন নরেন্দ্র মোদী। সেই রেল স্টেশনে থাকা যে চায়ের স্টলটিতে অধিকাংশ সময় কাটাতেন তিনি সেটিকে পর্যটনের মূল আকর্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। ওই চায়ের স্টলের মূল কাঠামোকে অক্ষত রেখে সংস্কারের কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে এসে গোটা বিষয়টি দেখে গিয়েছে পর্যটনমন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল।

উল্লেখ করা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর চা বিক্রির বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি নিজে গরিব ছিলেন বলেই সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা অনুভব করতে পারেন।

বেঁচে থাকাই একটা যুদ্ধ

পবিত্র সরকার

শান্তি হল সেই পচা, নচ্ছার আর হাড়হাভাতে বস্তু, যা আমি প্রাণপণে এড়িয়ে চলতে চাই। শান্তি আমার দুচক্ষের বিষ, আমার সাতজন্মের সতীনের নাম। মনে আছে, এককালে বাস মিনিবাসের পিছনে লেখা দেখতাম— শান্তি আছে শ্মশানে আর কবরে। সেই সব প্রাণ জুড়ানো কথা তুলে দিয়ে এখন কেন যে ট্রাফিক আইন মানিয়া চলুন এবং ভুল ইংরেজিতে কথাটা চালু হয়েছে জানি না। এমনকি বিদ্যাসাগর সেতুর ছবি আর দুপাশে আড়াআড়ি তেরঙ্গা ঝান্ডা দিয়ে মেরা ভারত মহান কথাটাও আর দেখতে পাওয়া যায় না। তাতেও আমি একটু অশান্তির আভাস, পেয়ে খুশি থাকতাম। মেরা ভারত মহান। মানে বাকি সব দেশ, বিশেষত আমাদের জন্মশত্রু পশ্চিমদিকের একটা প্রতিবেশী, দেশ অত মহান নয়, কাজেই যখন খুশি লাগাও যুদ্ধ, লাগাও যুদ্ধ, দে ব্যাটাদের মুখে ঝামা ঘষে— এইরকম একটা অদম্য, প্রবল, দুর্ধর্ষ, এমনকি প্রায় যৌন উত্তেজনায় আমার রক্ত টগবগ করে ফুটত। সে মধুর অশান্তকে মুছে দিয়ে এখন এসেছে এই ম্যাড়মেড়ে। লোকের একটু বিবেচনা নেই। কান্ডজ্ঞানেরও ভয়ংকর অভাব। এখন খুব আনন্দের কথা, এই নিয়ে আমার মনের মধ্যে আর এক দারুণ অশান্তি চলছে. আমি ভাবছি, সামান্য ইংরেজির জ্ঞান নিয়ে, ওই আগেকার ভুল কি ঠিক ইংরেজির কথাটা কচলাতে কচলাতে --- আচ্ছা ওই দি কথাটা ওখানে না এলেই কি হত না? তার মানে কি এই দাঁড়াচ্ছে যে, তুমি শুধু ট্রাফিকের আইনগুলো মেনে চলবে, আর সব আইন তুমি মনের আনন্দে অগ্রাহ্য করতে পারো। তা যদি হয় চমৎকার। দেশে অশান্তির পাকা আমন্ত্রণ। ঘুষ নাও, টাকা তোলো, উপত্যকার শালওয়ালাদের ধরে ধরে পেটাও, কে কি মাংস রাখছে রেফ্রিজারেটারে, টিফিন ক্যারিয়ারে — তাই নিয়ে খুন করো, পেটাও, আর ধর্ষণ, রাহাজানি এবং আরও সব খারাপ খারাপ কাজ করো, কবির ভাষায় সে বড় সুখের সময় হবে। অশান্তি অশান্তি, যুদ্ধ যুদ্ধ। আঃ . ভাবতেই রোমাঞ্চ হচ্ছে।

এবার ওই শ্মশানে আর কবরের আসল কথায় আসি, যার মানে মৃত্যুই শান্তি। না, আমি সে শান্তি চাই ন, আমার বাপ দাদা চোদ্দোপুরুষ চায়নি। ওই যে বাংলায় জীবনসংগ্রাম বলে একটা কথা আছে না--- যার মানে দাঁড়ায় বেঁচে থাকাই একটা যুদ্ধ। আমি অন্য সব যুদ্ধে বাথরুমের নাম করে পালালেও, বাঁচার সে যুদ্ধে শামিল। শান্তি নয় অশান্তি। শান্তি নয়, যুদ্ধ। বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি — সে কি সহজ গান? সমস্ত প্রাণী উদ্ভিদ সে কবে থেকে ঠিক করেছে— লড়াই লড়াই লড়াই চাই, লড়াই করে বাঁচতে চাই। সারা পৃথিবীতে আকাশে, তারায় তারা, অণু পরমাণুর নিরন্তর লড়াই চলছে, এ ওকে খাচ্ছে তো তাকে অন্য কেউ গিলছে, পৃথিবীর পেটে জ্বলছে প্রলয়ের আগুন। যা দেখছি আর দেখছি না --- সবকিছুতেই লড়াই। হ্যাঁ, বাঁচাটা একটা লড়াই তো বটেই। আর আমি বেঁচে আছি বলেই আমি এক যুদ্ধাপরাধী, তবে আমাকে দেশ প্রেমিক বলা যাবে কি না, সেটা অন্যেরা ঠিক করুক।

সুকুমার রায়, লড়াই খ্যাপা বলেও একটা কথা তৈরি করে দিয়েছেন বাংলা অভিদানের জন্য, সেটাও আমাকে মানায় কি না, তা নিয়ে অন্যেরা ভাবতে পারে। কবিতাটা একটু তুলে দিই, নইলে আমি কেমন মানুষ তা ঠিক বোঝা যাবে না। হ্যাঁ রে হ্যাঁ রে , তুই নাকি কাল সাদাকে বলেছিল লাল?

(আর) সেদিন নাকি রাত্রি জুড়ে

নাক

ডেকেছিসবিশ্রী সুরে?

তোদের পোষা বেড়ালগুলো শুনছি নাকি বেজায় হুলো? এই যে শুনি তোদের বাড়ি কেউ নাকি রাখে না দাড়ি?

ক্যান্ রে ব্যাটা ইসটুপিড?

ঠেঙিয়ে তোকে করব টিট।

এ কবিতার শেষ টা আমার মোটেই পছন্দ হয়না। কারণ কোথায় একটা লাঠালাঠি, ছাতাছাতি, হাতাহাতি, হর্ধাই ধপাধপ, ধুমুস ধামুস, লড়াই হবে, তা নয়, কথায়য় লড়াইয়ের পায়তারা করেই দুজনে পিছিয়ে গেলো--- ভেরি ভেরি সরি , মশলা খাবি বলে সন্ধি ঘোষণা করে, কাপুরুষের মতো শান্তি স্থাপন করল। এসব দেখলে মানুষের ওপর ভরসা আর বিশ্বাস চলে যায়। আমি দেখি, প্রায়ই অনেক যুদ্ধ জমতে জমতে জমে না, কি রকম ভেজা পাটকার মতো জমে না, কি রকম ভেজা পটকার মতো ভুশ করে আওয়াজ করে ফেটে যায়। এতে আমার যে কি হতাশা জাগে, কি বলবে।

প্রাণের জন্ম লড়াই থেকে প্রাণের রক্ষা লড়াই করে, প্রাণের অস্তিত্ব এক লড়াই। লড়াইয়ে সুখ, আনন্দ। তাই তো রবীন্দ্রনাথ নাছোড়বান্দার মতো ওই উপনিষদের কথাগুলো বারবার আউড়েছেন— আননন্দ থেকে জীবনের থেকে জীবের জন্ম, আনন্দে তাদের স্থিতি, আনন্দে তাদের প্রাঃয়ণ।

শেষ কথাটা নিয়ে অবস্য নিয়ে অবশ্য আমার একটু খটকা অছে। যথহি শ্মশানে আর কবরে শান্তি আছে বলা হোক না কেন, নানা ধর্মে তো পই পই করে বলা হচ্ছে, ওহে, ভেবো নাম রেছ কী শান্তি পেয়েছ। শ্মশানে শরীর পুড়ে চাই হল, গঙ্গায় অস্থি নাভিকুন্ডল বিসর্জন হল, কবরের তলায় প্রিয়জনেরা শুইয়ে পরম মমতায় মাটি চাপা দিল, ব্যস তুমি নিশ্চিন্ত--- এমন যদি ভেবে থাকো তো মরেছ। আমার মতো নাস্তিক এই ধোঁকাবাজিতে বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসীরা এতে ভুলবে কেন? ধার্মিকেরা বলবেন, তুমি মরলে, আর এবারই তো আসল খেল শুরু হলে হে। এরপরে আল্লার-ঈশ্বরের কাছে তার বিচার আছে না। যমদূতেরা হিড়হিড় করে চুল ধরে টেনে নিয়ে যাবে না। হিন্দুর যমরাজ বলবে না— এই বুড়ি, তুই ভিদবা হয়ে একাদশীর দিন পুঁইশাক খেয়েছিল কেন, যা এখন চুরাশি হাজার হাজার বছর রৌরব নরকে ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে তেল, সরষে না ভেজিটেবল, ডিপ ফ্রাই হতে যা। কিংবা এই বুড়ো, তুই ছেলে বউ দ্যাখে না বলে গালায় দড়ি দিয়েছিস, ভেবেছিস সমহা কারদানি করেছিস? জানিসনে আত্মহত্যে মহা মহাপাপ? যা যমপুরের ধাপার মঠে মলের চৌবাচ্চায় গিয়ে নাকানি চোবানি খা লক্ষ বছর ধরে।

কিন্তু দাদারা, আমি ঠিক জানি না বুল জানি যাই হোক, জানি যে, একটি মাত্র জীবন। জন্মে গুরু মৃত্যুতে শেষ। আমার এ জীবনে খুব বেশি কিছু চাওয়ার ছিল না। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কি যেন বলেছিলেন, বসনভূষম বা দামি কিছু তিনি এ জীবনে চান না, শুধু সকালে উঠে এক পেয়ালা চা পেলেই তিনি জীবন ধন্য হল মনে করবেন। আমি সকালে উঠে চাই পাই, সে আশা আমার মিটেছে, কিন্তু একটা ভাল যুদ্ধ নিজের চোখে দ্যাখার আশা আমার এই বিরাশি বছরেও মিটল না। প্রথম মহাযুদ্ধ আমি দেখিনি খুব তুচ্ছ আর অতি অন্যায্য একটা কারণে তখন আমার জন্ম হয়নি। এজন্যে আমার নিজেকে খুব বঞ্চিত মনে হয়, পৃথিভীর ওপর রাগ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন ঘটে, তখন আমার বালক বয়স, পুরবাংলার গ্রাম তুরাগ নদীর এপার থেকে দেখতাম ওপারে ঢাকার কুর্মিটোলাতেসব যুদ্ধবিমান উঠছে — নামছে প্রচন্ড গর্জন করে, শুনতাম কলকাতায় বোমা পড়ছে আর কলকাতা থেকে লোক পালাচ্ছে পড়িমরি করে গ্রামে মফসস্লে। কলকাতা খালি। আর তারপরেই দেখলাম

করেছিস? জানিসনে আত্মহত্যে মহা মহাপাপ? যা যমপুরের ধাপার মঠে মলের চৌবাচ্চায় গিয়ে নাকানি চোবানি খা লক্ষ বছর ধরে।যমদূতেরা হিড়হিড় করে চুল ধরে টেনে নিয়ে যাবে না। হিন্দুর যমরাজ বলবে না— এই বুড়ি, তুই ভিদবা হয়ে একাদশীর দিন পুঁইশাক খেয়েছিল কেন, যা এখন চুরাশি হাজার হাজার বছর রৌরব নরকে ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে তেল, সরষে না ভেজিটেবল, ডিপ ফ্রাই হতে যা। কিংবা এই বুড়ো, তুই ছেলে বউ দ্যাখে না বলে গালায় দড়ি দিয়েছিস, ভেবেছিস সমহা কারদানি করেছিস? জানিসনে আত্মহত্যে মহা মহাপাপ? যা যমপুরের ধাপার মঠে মলের চৌবাচ্চায় গিয়ে নাকানি চোবানি খা লক্ষ বছর ধরে।

কিন্তু দাদারা, আমি ঠিক জানি না বুল জানি যাই হোক, জানি যে, একটি মাত্র জীবন। জন্মে গুরু মৃত্যুতে শেষ। আমার এ জীবনে খুব বেশি কিছু চাওয়ার ছিল না। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কি যেন বলেছিলেন, বসনভূষম বা দামি কিছু তিনি এ জীবনে চান না, শুধু সকালে উঠে এক পেয়ালা চা পেলেই তিনি জীবন ধন্য হল মনে করবেন। আমি সকালে উঠে চাই পাই, সে আশা আমার মিটেছে, কিন্তু একটা ভাল যুদ্ধ নিজের চোখে দ্যাখার আশা আমার এই বিরাশি বছরেও মিটল না। প্রথম মহাযুদ্ধ আমি দেখিনি খুব তুচ্ছ আর অতি অন্যায্য একটা কারণে তখন আমার জন্ম হয়নি। এজন্যে আমার নিজেকে খুব বঞ্চিত মনে হয়, পৃথিভীর ওপর রাগ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন ঘটে, তখন আমার বালক বয়স, পুরবাংলার গ্রাম তুরাগ নদীর এপার থেকে দেখতাম ওপারে ঢাকার কুর্মিটোলাতেসব যুদ্ধবিমান উঠছে — নামছে প্রচন্ড গর্জন করে, শুনতাম কলকাতায় বোমা পড়ছে আর কলকাতা থেকে লোক পালাচ্ছে পড়িমরি করে গ্রামে মফসস্লে। কলকাতা খালি। আর তারপরেই দেখলাম

দুর্ভিক্ষ। মা একটু ফ্যান দাও, ফ্যান দাও। বলে সারাদিন চিৎকার। অর্ধসাপ্তাহিক আনন্দবাজার পত্রিকায় দেখতাম মৃত মায়ের বুকের শুকনো স্তনের বোঁটা চুষছে কঙ্কালসার শিশু। আহা এই না হলে যুদ্ধ। কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। পরে ১৯৭৯ সালে হিরোশিমায় গিয়ে দেখি, সেখানকার যুদ্ধের মিউজিয়াম, তার অদ্ভুত আর অবাঞ্চিত নাম পিস মেমোরিয়াল। সেখান পারমাণবিক বোমায় পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া প্রাইমারি স্কুলের ছেলের চশমা, টিফিন বাক্সে পুড়ে কালো হওয়া ভাত পড়ে আছে, কারও বা পুড়ে যাওয়া জামা। একটা লোক বারান্দার ধাপে বসেছিল, সে পুড়ে গিয়েছে, কিন্তু প্রচন্ড তাপে গলে যাওয়া সিমেমন্টে তার শরীরের ছায়াটা মুদ্রিত, অক্ষয় হয়ে আছে, আহা, এই না হলেযুদ্ধ।

দাঙ্গাও দেখেছি। কলকাতা নয়, পূর্ব পাকিস্তান ১৯৫০। নয় ১৯৬৪তে দেখেছি শিয়ালদহ থেকে তাণা করছে একদল লোক দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে এসে নামা এক সাধারণ চাষিকে। সে প্রাণপণ চিৎকার করে দৌড়চ্ছে, বাঁচাও বাঁচাও বলে। আমার মেসের অলিন্দ থেকে নেমে দৌড়ে যেতে না যেতেই তাকে ধরে ফেলে মাছ কাটার কাঠের কুদো দিয়ে তাকে থেঁতলে দিল তারা, আমরা যেতে খুব ধীরে সুস্থে পালিয়ে গেল। চাষিটি তখনও মরেনি, তার শরীর তিরতির করে কাঁপছিল। পুলিশের গাণি এল, এক কনস্টেবল, কথায় পুবাংলার টান, তার ঠ্যাম ধরে গাড়িতে তুলতে তুলতে বল, , এইটুকু আর আমাকেগা লাইগ্যা বাকি রাখল ক্যান? হ্যাঁ, ওপারেও এমন ঘটনা প্রচুর ঘটেছে, মেয়েদের সম্ভ্রম লুঠ হয়েছে। ওখানে সখীশ কুন হল তো আমরা এপারে করিমকে কুন করে তার বদলা নিলাম। আবার উল্টো গল্পও তৈরি হয়েছে। এবপারে অভিনেত্রী সন্ধ্যারানি বাড়িতে লেখক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের পরিবারকে আশ্রয়

দিয়ে গেটের সামনে এসে দাঁণিয়ে বলেছেন, খবরদার আমাকে না মেরে কেউ ওদের গায়ে হাত দিতে পারবে না। ওপারে নোয়াখালির বীভৎশ কান্ডের পর আমার বড় ভায়রাকে কলমা পেরিয়ে মুসলমানের পোশাক দিয়ে তার মুসলমান প্রতিবেশীরাই নি নিরাপদে এপারে আসার ব্যবস্থা করেছে। এসব আদিখ্যেতা অনেক ঘটেছে। হ্যাঁ ভিয়েতনামের যুদ্ধও আমার যৌবনেই ঘটেছে দেখেছি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশারী রাষ্ট্র কি পরম ফূর্তিতে একটা ছোট্ট দেশকে একেবারে পৃথিবী থেকে মুছে দেয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু সে দেশ হারছে না। মাটি কামড়ে লড়াই করছে। আমেরিকান সৈন্যরা গ্রাম জ্বালাচ্ছে, বন জ্বালাচ্ছে, মানুষের গায়ে নাপাম বোমা ছুঁড়ে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, চুরি দিয়ে ভিয়েতকং সৈন্যের নাভিকুন্ডলী কেটে উপড়ে নিচ্ছে। কি রোমহর্ষক আনন্দ, কি বিপুল প্রবল রোমাঞ্চ। আ, যুদ্ধ বেঁচে থাক। যুগ যুগ জিও, যুগ যুগ জিও। এই জন্য সারা পৃথিবীতে যারা ন্যাকামি করে বলে তাদের আমি কি যে ঘেন্না করি, কি বলব। বাংলাদেশের যুদ্ধ দেখেছি, ওই টেলিভিশনে আমেরিকায় বসে। তারপরেও কত যুদ্ধ দেখলাম। দেখলাম মানে, টেলিভিশনে দেখলাম। ইরাকের যুদ্ধ, যে সম্বন্ধে ফরাসি, দার্শনিক, বোদ্রিয়ার নাকি বলেছিলেন, ওটা মিডিয়ার বানিয়ে তোলা যুদ্ধ। হাজার হাজার মানুষ মরছে, পুঙ্গ ছে, দুর্মুল্য প্রত্নবস্তু ধ্বংস হচ্ছে, আর তাই নিয়ে একজন দার্শনিক রসিকতা করছেন। এই হল স্পিরিট। যুদ্ধ হল মজা। অবস্য আমাকে কেউ যুদ্ধে ডাকলে আমি, সবাই জানে, খাটের নীচে লুকোব। আমি হলাম উনিশ শতকের ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত উদ্ধার কাব্যের সে নায়ক বিপিনকৃষ্ণের মতো, যে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা পর্যন্ত করে ফেলেছিল কিন্তু যুদ্ধে যাবে তো কাঁদছে কেন? বিপিন বলে হা অবলামুর্খ নারী, তুমি কিছুই জানো না।

যাত্রাকালে অশ্রুজল বাঙ্গালি কল্যাণ— কোথাও যাওয়ার সময় চোখের জল ফেললে বাঙালির মঙ্গল হয়। তখন তার বউ ভালবেসে বলে, নিতান্তই যাবে যদি নাথ, নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবেদি আলুভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া, খাইয়া যাইবে যুদ্ধ। তাই এই টেলিভিশনের যুদ্ধে আমার রক্ত গরম হয়েছে, জল হয়েছে, মনে হয়েছে আমার জীবনটা সার্থক হয়ে গেল। রোজ খাই ধাই দাড়ি কামাই, বাজার করি, বউয়ের মুখে ঝামটা খাই— কোনও কিছুতে এমন উত্তেজনা নেই, যেমন ওই টেলিভিশনেন দ্যাখা যুদ্ধে আছে। একসময় আমেরিকান ফ্রি স্টাইল কুস্তি দেখেছি খুব টেলিভিসনে। সে এক বীভভৎস কান্ড। একজন আরেকজনের নাকের ফুটোয় অঙুল ঢুকিয়ে নাকের চামড়া তুলে আনার চেষ্টা করছে, শুয়ে পিঠের ওপর এক পা দিয়ে আরেক পা দুহাতে তুলে ধরে মোচড় দিচ্ছে, পিঠে বসে প্রতিযোগীরা মাথ ধরে দমাদম মাটিতে ঠুকছে— এস এক মহা আনন্দের ব্যাপার, দেখে প্রাণ শরবত হয়ে যেত। সেসব আজকাল আর দেখতে পাই না, তত তাই এখন দুএক পিস যুদ্ধের জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকি। শান্তির নিকুচি করেছে।

আমার রাষ্ট্র না আশেপাশের অন্যান্য রাষষ্ট্রও, আমার এই দুৎখের কথা বোঝে বলেই মাঝে মাঝে যুদ্ধেড আয়োজন করে, আমি দুহাত তুলে লাফাতে তাকি। জয় ভারত, মেরা ভারত মহান। দে ব্যাটাদের শেষ করে। কিন্তু যখন যুদ্ধটা জমতে জমতে জমে না, তখন আমার খুব দুঃখ হয়, আমি কেঁদে বালিশ ভাসাই। যেমন এবার হল। হায়, আমাদের মহান প্রশহিদদের মৃত্যুর প্রতিশোধই নেয়া হল না। এ কি কান্ড। আমাদের চিরশত্রুর শান্তি দিয়ে আমাদের অভাবিত আর বীবৎশ আক্রমণ করল। আমি শান্তির এই কদর্য আক্রমণ রুখব কি করে? শান্তিকে ধ্বংস করবে কি দিয়ে? দেশপ্রেমিকরা আমাকে রাস্তা বলে দিক।

সৌজন্যে— প্রতিদিন)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

রাজপথের আন্দোলনে সোচ্চার হতে দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বও ০২।। চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে কারাগারে রেখে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের অনুষ্ঠানে 'ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা' নিয়ে রাজপথের আন্দোলনে সোচ্চার হতে দলের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

দলের ৪১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার রাজধানীতে শোভাযাত্রা বের করে বিএনপি সোমবার বিএনপি। বিকাল ৩টায় নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে নাইটিঙ্গেল মোড় দিয়ে শান্তিনগরে এসে তা শেষ হয়।দলীয় ও জাতীয় পতাকা, রঙ-বেরঙের ব্যানার-ফেস্টুন, জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের প্রতিকৃতিসহ নানা বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বিএনপি ও দলের সহযোগী সংগঠনের হাজার হাজার নেতাকর্মী এই শোভাযাত্রায় অংশ নেয়।এই কর্মসূচি আয়োজনে জমকালোভাব থাকলেও নেতা-কর্মীদের স্লোগান আর সমাবেশে বক্তব্যে খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিই প্রাধান্য পেয়েছিল।

শোভাযাত্রা শুরুর আগে ট্রাকের উপর দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ফখরুল বলেন, "দেশনেত্রীকে আটকিয়ে রেখে, জনগণকে মিথ্যা মামলা দিয়ে নির্যাতন করে, হত্যা করে তারা (ক্ষমতাসীর দল) ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়।"তাই আজকে বাংলাদেশের সমস্ত মানুষকে জাগ্রত করতে হবে। বিএনপির দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। কারণ বিএনপি হচ্ছে সেই দল, যে দল তৈরি করেছিলেন স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। ৪০ বছরে বিএনপি পাঁচ বার জনগণের ভোটে রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেছে। বিএনপি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৯ বছর আপসহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে এনেছে।"

নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বিএনপি মহাসচিব বলেন, "আমরা যদি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি করতে চাই, তারেক রহমান সাহেবকে যদি দেশে ফিরিয়ে আনতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ত্যাগ স্বীকার করে রাজপথে এসে এই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে আন্দোলন করতে হবে।"আমরা অবশ্যই সেই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশনেত্রীকে মুক্ত করব, গণতন্ত্রকে মুক্ত করব। আসুন, শান্তিপূর্ণভাবে এই র‍্যালি অনুষ্ঠান করে আমরা প্রমাণ করি বিএনপি একটি সুশৃঙ্খল দল, বিএনপি শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনবে এবং দেশনেত্রীকে মুক্ত করবে।"দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, "আমরা ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এই র‍্যালিতে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের চেয়ারপারসন তিন তিন বারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া আমাদের সাথে নেই, তিনি কারাগারে বন্দি রয়েছে।"আজকে সরকারের সব খেলা শেষ। তারা আমাদেরকে দুর্বল করতে চেয়েছিল, আমরা দুর্বল নই, আগের থেকে আরও শক্তিশালী দল। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জেল থেকে এবং আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডন থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আগের চেয়ে আমরা শক্তিশালী, জনগণ আমাদের পেছনে আছে। আজকে র‍্যালি প্রমাণ করেছে, দেশের জনগণ দেশনেত্রীর সাথে আছে, বিএনপির সাথে আছে।"

দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, "অনেকে প্রশ্ন করেন দেশনেত্রীর মুক্তি আন্দোলন কখন শুরু হবে? আমি বলতে চাই, বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। এই আন্দোলন আর কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না।"স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, "এই সরকারের পতন ছাড়া খালেদা জিয়ার মুক্তি হবে না। আসুন, আমরা সরকার পতন আন্দোলনের দিকে যাই। এই সরকার জনগণের নয়, এদের কোনো অধিকার নেই বাংলাদেশের সরকার পরিচালনা করার।"প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানির পরিচালনায় দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীও সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।পরে দলীয় পতাকা ও লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেয় মহানগর বিএনপি উত্তর-দক্ষিণ, মুক্তিযোদ্ধা দল, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, মহিলা দল, কৃষক দল, মৎস্যজীবী দল, তাঁতী দল, ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন, ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন, অ্যাগ্রিকালচারিস্ট অ্যাসোসিয়েশনসহ বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের হাজার হাজার নেতাকর্মী।শোভাযাত্রার সম্মুখভাগ যখন নাইটিঙ্গেল মোড়ে তখন মিছিলের শেষ ভাগ ছিলো ফকিরাপুল বাজার পর্যন্ত।শোভাযাত্রায় মশারি টানিয়ে মহানগর দক্ষিণের নেতাকর্মীরা এইডিস মশা প্রতিরোধে জনসচেতনতার বিষয়টি তুলে ধরে। আবার সরকারের দমন নীতির প্রতীকী চিত্রও তুলে ধরে।

শোভাযাত্রায় বিএনপি নেতাদের মধ্যে ছিলেন আবদুল্লাহ আল নোমান, বরকতউল্লাহ বুলু, মো. শাহজাহান, আবদুল আউয়াল মিন্টু, এজেডএম জাহিদ হোসেন, আহমেদ আজম খান, জয়নুল আবদিন ফারুক, মশিউর রহমান, আবুল খায়ের ভুঁইয়া, আবদুল হাই, খায়রুল কবির খোকন, হাবিব উন নবী খান সোহেল, শামা ওবায়েদ, মাহবুবে রহমান শামীম, মীর সরফত আলী সপু, শিরিন সুলতানা, হাবিবুল ইসলাম হাবিব, মীর নেওয়াজ আলী নেওয়াজ, আমিরুল ইসলাম খান আলিম, রফিকুল ইসলাম বাচ্চু, মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, আবদুস সালাম আজাদ, শামীমুর রহমান, আবদুল আউয়াল খান, তাইফুল ইসলাম টিপু, মুনির হোসেন, বেলাল আহমেদ, দেওয়ান মো. সালাউদ্দিন, নাজিমউদ্দিন আলম, সেলিম রেজা হাবিব, ইশরাক হোসেন, খন্দকার মারুফ হোসেন, মশিউর রহমান বিপ্লব, শামসুল আলম তোহা, নবী উল্লা নবী, আবু নাসের মো. রহমাতুল্লাহ, সাদেক খান, সাইফুল ইসলাম নিরব, সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, মোরতাজুল করীম বাদরু, শফিউল বারী বাবু, আবদুল কাদের ভুঁইয়া জুয়েল, আনোয়ার হোসেইন, হাসান উদ্দিন সরকার, আফরোজা আব্বাস, জেবা খান, সুলতানা আহমেদ, হেলেন জেরিন খান, হাসান জাফির তুহিন, সালাউদ্দিন ভুঁইয়া শিশির, আবুল কালাম আজাদ, রফিকুল ইসলাম মাহতাব, রাজীব আহসান, আকরামুল হাসান প্রমুখ।এই শোভাযাত্রা ঘিরে নয়া পল্টনসহ শান্তিনগর পর্যন্ত ব্যাপক পুলিশ ও সাদা পোশাকে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদের মোতায়েন করা হয়। শোভাযাত্রার অগ্রভাবে পুলিশ ও ডিবির সদস্যরা ছিল।শোভাযাত্রার কারণে দুপুর থেকে নয়া পল্টনের সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। শোভাযাত্রা শুরু হওয়ার পর এক ঘণ্টা পরও নয়া পল্টন, ফকিরাপুল, মালিবাগ, বেইলি রোড, কাকরাইল, বিজয় নগর সড়কে ছিল ব্যাপক যানজট।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে অশুভ শক্তি চক্রান্ত করছে : মোহাম্মদ নাসিম

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বও ০২।। রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে চক্রান্ত বন্ধ করতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহবান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য এবং কেন্দ্রীয় ১৪ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম।তিনি বলেন, 'আমরা মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু এই রোহিঙ্গাদের কেন্দ্র করে অশুভ শক্তির চক্রান্ত শুরু হয়ে গেছে। রোহিঙ্গা নিয়ে যারা চক্রান্ত করছেন তা তারা বন্ধ করুন। রোহিঙ্গা কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নয়।'

মোহাম্মদ নাসিম সোমবার রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাম-প্রগতিশীল আন্দোলনের পুরোধা, মুক্তিযুদ্ধকালিন সরকারের উপদেষ্টা ও ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফর আহমদের স্মরণ সভায় এ কথা বলেন।

আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য বলেন, আমরা সারা দুনিয়ার কাছে আবেদন জানাই মিয়ানমার যাতে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় সে জন্য চাপ সৃষ্টি করতে এবং রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই। এই প্রশ্নে কোনো রাজনীতি নয়, কোনো দলবাজি নয়। সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এ সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে।তিনি বলেন, ঐক্যের কারণে জঙ্গি দমন সম্ভব হয়েছে। আশাকরি রোহিঙ্গা সমস্যা ঐক্যবদ্ধভাবে সমাধান করতে পারব।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবিক দায়িত্ব থেকে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছেন। এখন তাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে হবে।মোজাফর আহমদের স্মৃতি চারণ করে মোহাম্মদ নাসিম বলেন, অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক চেতনায় তিনি প্রখর ছিলেন। বঙ্গবন্ধু যেমন আপোস করেননি, অধ্যাপক মোফাফফরও তেমনি চেতনার সঙ্গে আপোস করেননি। তিনি বন্ধুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ নেতৃত্ব দিয়েছেন।তিনি বলেন, মোজাফর আহমদ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে সব সময় রাজনৈতিক সহযোগিতা দিয়ে গেছেন।

ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি আগামী দিনে সংগঠিত হোক, ঐক্যবদ্ধ হোক এটা আমরা চাই। ন্যাপ-কমিনিস্ট পার্টি বিরোধী দলের ভূমিকায় আসুক। আমরা চাই স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বিরোধী দলের ভুমিকা পালন করুক। এটা হলে বিএনপি-জামায়াতের জায়গায় স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিশালী বিরোধী দল হবে।

বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, মোজাফর আহমদ সারা জীবন একটি আদর্শ ও বিশ্বাস নিয়ে রাজনীতি করেছেন। তিনি আপোসকামিতাকে প্রশ্রয় দেননি।

জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেন, বিজয়কে ধরে রাখতে হলে আজ ঐক্যকে ধরে রাখা দরকার। আজও জঙ্গিরা এখানে সেখানে হানা দিচ্ছে। আমরা যদি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদকে বুঝি, তার আদর্শকে বুঝি তাহলে ঐক্যকে আরও সংহত করতে হবে। যাতে জঙ্গি ও তাদের সহযোগি জামায়াত, বিএনপি আর মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে।

কমিউনিস্ট পার্টির(সিপিবি) উপদেষ্টা মনজুরুল আহসান খান বলেন, ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি যদি বিরোধী দলে থাকতো তাহলে মুক্তিযুদ্ধর স্বপক্ষের একটি শক্তিশালী বিরোধী দল হতো।

বিএনপি-জামায়াত যে বিপদ সেটা আসতো না। মোজাফফর আহমদ কখনও নীতির সঙ্গে আপোস করেনি।

স্মরণ সভায় ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্য্য, ন্যাপের প্রেসিডিয়াম সদস্য এ্যাডভোকেট এনামুল হক, সাম্যবাদী দলের সাধারন সম্পাদক দিলীপ বড়—য়া, জাতীয় পার্টির (জেপি) সাধারণ সম্পাদক শেখ শহীদুল ইসলাম, কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মখসুদ, আওয়ামী লীগ নেতা মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, ঢাকা মহানগর দক্ষিন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন।

ভারতে বিটিভি'র সম্প্রচার দু'দেশের সম্পর্কে আরো নতুন মাত্রা যোগ করলো : ড. হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বও ০২।। সংস্কৃতি, গণমাধ্যম ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক জোরদারের প্রত্যাশায় সোমবার ভারতে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) সম্প্রচার উদ্বোধন করা হয়েছে। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ সোমবার বিকেলে ঢাকায় রামপুরাস্থ বিটিভির প্রধান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতে বিটিভির সম্প্রচার উদ্বোধন করেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, এই প্রথমবারের মতো বিটিভি ভারতে এর অনুষ্ঠান সম্প্রচার এবং একই সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত দূরদর্শন বাংলাদেশে এর অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সুযোগ পেলো। সোমবার ভারতীয় সময় সকাল ৯টা এবং বাংলাদেশ সময় সাড়ে ৯টায় ভারতে বিটিভির সম্প্রচার শুরু হয় এবং এর ফলে ভারতের সকল মানুষ ২৪ ঘণ্টা বিটিভি দেখতে পারবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এই দিনটিকে ঐতিহাসিক উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ভারতীয় প্রতিপক্ষ নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী চিন্তার ফলে এটি সম্ভব হয়েছে।

তিনি বলেন, ২০১৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের সময় তারা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি চুক্তির মাধ্যমে সেখানে বিটিভি সম্প্রচারের যৌথ ঘোষণা দেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এ বছর ৭ মে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি ওয়ার্কিং চুক্তি সম্পাদিত হয়।তথ্যমন্ত্রী বলেন, এখন দুই দেশের মানুষ এক অপরের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারবে।ভারতে বিটিভির সম্প্রচার শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'পৃথিবী যখন গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে তখন টিভি চ্যানেলগুলো রাষ্ট্রীয় সীমানায় বাধা থাকতে পারে না।'তিনি বলেন, 'মানুষ মুহূর্তের মধ্যে সকল তথ্য জানতে পারে। আমি মনে করি, বর্তমানে গ্লোবাল ভিলেজে একটি দেশের টিভি চ্যানেল অন্য দেশে সম্প্রচারে কোনো সীমানা থাকা উচিত নয়।'দুই প্রতিবেশী দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাদৃশ্যের উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে মিল রয়েছে এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ভাষা একই।'তিনি আশা প্রকাশ করেন যে দুই প্রতিবেশী দেশের সম্পর্ক ও অন্তরঙ্গতা ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে।

দুই দেশের সম্পর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ১০ বছরে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নতুন মাত্রায় পৌঁছেছে। আর সেই সম্পর্ক আরো নতুন মাত্রা যুক্ত করেছে ভারতের বিটিভির এই সম্প্রচার। দু'দেশের মানুষে মানুষের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে।১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সরকার ও এর জনগণের সহযোগিতার কথা স্মরণ করে ড় হাছান বলেন, বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের সরকার ও এর জনগণের সহযোগিতার কথা সবসময় স্মরণ রাখবে।তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে তথ্য প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসান ও ভারতের হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলী দাশ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন।তিনি বলেন, 'আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ভারতের সরকার ও এর জনগণের সহযোগিতার কথা স্মরণ করছি।'

তথ্য প্রতিমন্ত্রী মুরাদ হাসান এই দিনটিকে বিটিভির জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে।

ভারতের হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলী দাশ বলেন, ভারতে বিটিভি ও বাংলাদেশে ভারতের দূরদর্শন সম্প্রচারের পদক্ষেপের ফলে দু'দেশের মধ্যকার বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় হবে।বিটিভির মহাপরিচালক এস এম হারুন অর রশীদ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ড় শাহজাহান মাহমুদ।ভারতের তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব অমিত খারে একটি ভিডিও বার্তা প্রেরণ করেন।

বিটিভি দেশের প্রথম স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর মাধ্যমে সোমবার থেকে ভারতে অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করেছে।ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত চ্যানেল দূরদর্শনের ডিরেক্ট ট্যু হোম (ডিটিএইচ) প্ল্যাটফর্ম ডিডি ফ্রি ডিশের মাধ্যমে দেশটিতে বিটিভির এ সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ঢাকায় বোমার হামলার ল্য পুলিশ: ডিএমপি কমিশনার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০১।। সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে মন্ত্রী তাজুল ইসলামের যাত্রাপথে বোমা হামলার ল্য পুলিশই ছিল বলে মনে করেন ঢাকার পুলিশ কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া।

রোববার পুলিশ সদর দপ্তরে এক অনানুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, "সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড়ে বোমা হামলার ঘটনা পূর্বের পুলিশের ওপর হামলার ঘটনার বাইরে কিছু নয়। এটারও টার্গেট ছিল পুলিশ।"স্থানীয় সরকারমন্ত্রী তাজুল ইসলাম শনিবার রাতে ধানমণ্ডিতে যাওয়ার পথে তার গাড়িবহর সায়েন্স ল্যাবরেটরি মোড় পেরিয়ে সিটি কলেজের সামনের রাস্তায় ঢোকার আগে পুলিশ বক্সের সামনে হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটে। তাতে মন্ত্রীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত একজনসহ দুজন পুলিশ সদস্য আহত হন।এরপর শনিবার যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাইট ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ খবর দেয়, মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক জঙ্গি দল আইএস ওই হামলার দায় স্বীকার করেছে।এর আগে গত ২৯ এপ্রিল গুলিস্তানে ককটেল বিস্ফোরণে ট্রাফিক পুলিশের দুই কনস্টেবল এবং কমিউনিটি পুলিশের এক সদস্য আহত হন। এরপর ২৭ মে ঢাকার মালিবাগ মোড়ে এসবির গাড়িতে বোমা হামলায় আহত হন এক পুলিশ সদস্যসহ দুজন।মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক জঙ্গি দল আইএস ওই দুই ঘটনাতেও তাদের অনুসারীদের জড়িত থাকার দাবি করলেও বাংলাদেশের পুলিশ বিষয়টি নাকচ করে আসছে।পুলিশ কমিশনার আছাদুজ্জামান বলেন, "সব ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে মনে হচ্ছে টার্গেট পুলিশ। শনিবারের ঘটনাটিও ব্যতিক্রম ছিল না।"গুলিস্তান এবং মলিবাগে বোমার বিস্ফোরণ ঘটনার তদন্তে দেশি-বিদেশি সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে বেশ অগ্রগতি আছে। তবে তদন্ত এবং জড়িতদের গ্রেপ্তারের স্বার্থে এ মুহূর্তে বিস্তারিত বলা যাবে না।"শনিবারে ঘটনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আলামত জব্দ করার পাশপাশি আশপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাজ করা হচ্ছে।"জঙ্গি দমনে যেমন সফলতা এসেছে তেমনি বোমা এবং আগুন সন্ত্রাস ঘটনার পর পুলিশ কঠোর অবস্থান নিয়ে কাজ

ছয়ের পাতায়

জিডিপিতে প্রবৃদ্ধির তালিকায় সারাবিশ্বে বাংলাদেশ শীর্ষে

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বও ০২।। গত ২০০৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ১০ বছর ধরে জিডিপিতে চলতি বাজার মূল্যে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি সারাবিশ্বের মধ্যে সবার শীর্ষে রয়েছে। স্পেক্টেটর ইনডেক্স-২০১৯-এর প্রকাশিত তথ্য থেকে এ খবর জানা যায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে এ সংক্রান্ত আলোচনা হয়।মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম সচিবালয়ে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে বলেন, 'বর্তমান বাজার মূল্য পদ্ধতির ভিত্তিতে ২০০৯ সাল থেকে আমরা গত ১০ বছরে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিশ্বে প্রথম স্থান অর্জন করেছি।'এটি 'আমাদের জন্য ভালো' হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, 'চলতি বছরের ২৯ আগস্ট প্রকাশিত 'স্পেকটেক্টর ইনডেক্স-২০১৯ ' অনুসারে গত ১০ বছরে ১৮৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে বাংলাদেশ এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে।স্পেকটেক্টর ইনডেক্স-এর বরাত দিয়ে মোহাম্মদ শফিউল আলম বলেন, 'এই সময়কালে চীন ১৭৭ শতাংশ, ভারত ১১৭ শতাংশ, মালয়েশিয়া ৭৮ শতাংশ, অস্ট্রেলিয়া ৪১ শতাংশ, ব্রাজিল ১৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।'

সোমবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে দলের কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

রোহিঙ্গাদের মোবাইল সুবিধা বন্ধে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বও ০২।। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার রোহিঙ্গাদের মোবাইল সুবিধা বন্ধে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।এই সংক্রান্ত বিষয়ে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী বিটিআরসিকে সোমবার এ নির্দেশ দেন।সোমবার ডাক, টেলিযোগাযোগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের শুরু থেকেই মোবাইল সুবিধা প্রদান না করার জন্য সকল মোবাইল অপারেটরসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে নির্দেশনা প্রদান সত্ত্বেও ক্যাম্পে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর হাতে সিম ও রিম ব্যবহৃত হচ্ছে বলে বিভিন্ন মাধ্যমে জানা যায়।

বিটিআরসি সেই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কোন প্রকার সিম বিক্রি, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কর্তৃক সিম ব্যবহার বন্ধ তথা তাদেরকে মোবাইল সুবিধা প্রদান না করার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সকল মোবাইল অপারেটরকে গতকাল রোববার জরুরি নির্দেশ প্রদান করেছে।

এ ব্যাপারে বিটিআরসির উপ-পরিচালক (এসএস) স্বাক্ষরিত জারি করা নির্দেশনায় ' আগামী ৭ কার্য্যদিবসের মধ্যে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কোন প্রকার সিম বিক্রি, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কর্তৃক সিম ব্যবহার বন্ধ তথা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মোবাইল সুবিধাদি প্রদান না করা সংক্রান্ত সকল ব্যবস্থা নিশ্চিত করে বিটিআরসিকে অবহিতকরণের জন্য মোবাইল অপরেটর কোম্পানিগুলোকে বলা হয়েছে।'

ভারতে বাংলাদেশ টেলিভিশন বিটিভি'র সম্প্রচার শুরু

মনির হোসেন,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ০২। আজ সোমবার ০২ সেপ্টেম্বর থেকে পার্শবর্তী দেশ ভারতে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এর সম্প্রচার শুরু হচ্ছে।এ উপলে আজ সোমবার বিকাল ৩ টায় রামপুরা বিটিভির মিলনায়তনে তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ এই সম্প্রচার কার্যক্রম উদ্বোধন করবেন।ভারতের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন দুরদর্শনের ডিটিএইচ প্লাটফরম -ডিডি ফ্রি ডিশ এর মাধ্যমে এই সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করবে বিটিভি।তথ্যসচিব আবদুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা: মো: মুরাদ হাসান এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার রিভা গাঙ্গুলী দাস বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।অনুষ্ঠানটি সরাসরি বাংলাদেশ টেলিভিশন সরাসরি সম্প্রচার করবে।

সিদ্ধিদাতা গণেশ আরাধনায় বি-টাউন

মুম্বই, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছিল অনেক দিন আগে থেকেই। অবশেষে সোমবার সকাল থেকেই সিদ্ধিদাতার পুজোয় মাতল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। শুধুমাত্র মুম্বই-নয়, মহারাষ্ট্রের নাগপুর, পুণে সর্বত্রই ধুমধাম করে গণপতির পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। সকাল থেকেই বিভিন্ন মন্দিরে মন্দিরে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়েছে।

অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পূজার্চনা চলছে। মুম্বই জুড়ে উতসবের মেজাজ। পিছিয়ে নেই বলিউডের সেলিব্রিটিরাও। এই বিশেষ দিনে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তারকারা।

গণেশ চতুর্থীতে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছাবার্তার ঝড়। ভক্তদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সোনালী বেন্দ্রে, অনিল কাপুর, মালাইকা অরোরা, বিপাশা বসু, মধুর ভান্ডারকর সহ নানা তারকা। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত ছিলেন গণপতি ছিলেন পশ্চিম এবং উত্তর ভারতের আরাধ্য দেবতা। সময় বদলেছে, পশ্চিমবঙ্গতেও ধুমধাম করে গণপতির পুজোয় মেতেছে বাঙালি। বলিউডের সোনালী বেন্দ্রে গণেশের সঙ্গে তাঁর একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'গণেশ চতুর্থী আমার প্রিয় উতসবগুলির মধ্যে অন্যতম। গত বছর বাড়িতে এটা পালন করতে না পেরে খুব মিস করেছি।

ফেসটাইমের মাধ্যমে আরতিতে অংশ নিয়েছিলাম। এ বছর ফিরে আসতে পেরে দারুণ আনন্দিত।

আরও সুস্থ ও শক্তিশালী হয়ে পরিবারের সঙ্গে সেলিব্রেট করছি।'

অনিল কাপুর লিখেছেন, 'ভগবান গণেশ সকলের জীবনে সুসাস্থ্য, সুখ এবং সফলতা আনুন।' টুইট করেছেন সোনম কাপুর, হৃত্বিক রোশন, সলমন খানও।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মানুষ যেকারণে একসাথে ঘুমায়

দীর্ঘক্ষণের ক্লান্তির পর প্রশান্তি আশায় ঘুম। একা নয়। বছরের পর বছর ধরে মানুষ একে অপরের পাশাপাশি ঘুমাতে অভ্যস্ত। শয়নসঙ্গীর নাক ডাকার সমস্যাসহ ঘুম ভেঙে যাওয়ার নানা উপকরণের উপস্থিতির পরেও একসাথে ঘুমায় মানুষ। তবে শারীরিকভাবে মানুষ পাশাপাশি ঘুমালেও মূলত ঘুম একেবারেই নিজস্ব ব্যাপার। অনেকটা ম্যারাথন দৌড় কিংবা খাবার চিবিয়ে খাওয়ার মতই একটি স্বতন্ত্র কাজ এটি। এরপরও কেন একসাথে শোয়া? কেনইবা এর প্রচলন? সে প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন ভার্জিনিয়া টেক প্রফেসর এবং ইতিহাসবিদ রজার একির্চ এবং নিউইয়র্কভিত্তিক পরামর্শক লী ক্রেসপি। নিচে তুলে ধরা হলো সে কারণগুলো-আর্থিক সঙ্কট নিজের লেখা অ্যাট ডে''স ক্লোজ: নাইট ইন টাইমস পাস্ট নামের বইতে রজার বলেন, ১৮ শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের একসাথে ঘুমানোর পেছনে কাজ করছে আর্থিক প্রয়োজনীয়তা। ১৮ শতকের সময়কার উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, শিল্প পূর্ববর্তী সময়ে ইউরোপের নিম্ন শ্রেণীর লোকজনের মধ্যে পরিবারের সবাই মিলে এক খাটে ঘুমানোর প্রচলন ছিল। আর তার একটি বড় কারণ ছিল ব্যয়বহুল আসবাবপত্র। তবে অপেক্ষাকৃত সুশীল দম্পতিরা মাঝে মাঝে আলাদা ঘুমাতেন একান্তই আরামের জন্য। বিশেষ করে দুইজনের কেউ একজন অসুস্থ থাকলে।অন্ধকার ভীতি জার মনে করেন, মানুষের একসাথে ঘুমানোর পেছনে আরেকটি বড় উদ্দীপক হলো অন্ধকার ভীতি। রাত্রিকালীন অন্ধকারে একা থাকতে ভয় পায় মানুষ। তাদের মনে দেখা দেয় নানা কল্পনাজাত ভীতি। আর রাত্রিকালীন সে ভয় দূর করে শনসঙ্গী। কেউ পাশে শোয়া থাকলে চোর কিংবা ভ''তজনিত কাল্পনিক ভীতি ভুলে থাকতে পারে মানুষ।ল্প করতে দিনভর কর্মব্যস্ত সময়ের নানা কষ্টকর অনুভ''তি শয়নসঙ্গীর সঙ্গে বলে হালকা হতে পারে মানুষ। তখন নিজেকে আর একা মনে হয় না।সামাজিক রীতি-নীতি আধুনিক সময়ে ভ''তের ভয় নয়; বরং সামাজিক প্রচলন ও নিয়ম-নীতিই অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে একসাথে ঘুমাতে বাধ্য করে। নিউইয়র্কের বিবাহ সম্পর্কবিষয়ক পরামর্শক লী ক্রেসপির মতে স্বামী-স্ত্রী একসাথে না ঘুমালে তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয় বলে সমাজে এমন ধারণা প্রচলিত থাকায় তারা চাইলেও আলাদা ঘুমাতে পারেন না। স্বামী-স্ত্রী আলাদা খাটে ঘুমালে তাদের সম্পর্কে জটিলতা চলছে কিনা তা আবিষ্কারের চেষ্টা করেন অন্যরা। ক্রেসপির মতে, দম্পতিদের ক্ষেত্রে সমাজ ব্যবস্থা এতটাই রীতিসিদ্ধ যে একা শুয়ে কারও ভালো ঘুম হলেও তা জনসমক্ষে তারা স্বীকার করেন না।সঙ্গপ্রিয়তা ক্রেসপির মতে, ভীতি এবং বৈবাহিক সম্পর্ক বাদ দিয়েও এমন অনেক বন্ধন আছে যার কারণে মানুষ একসঙ্গে ঘুমায়। কারণ মানুষ সহজাতভাবেই একে অপরের প্রতি স্নেহশীল এবং ঘনিষ্ঠ।ক্রেসপির মতে, ''মানুষ সঙ্গপ্রিয় মানুষ।'' আর স্বাভাবিক কারণেই মানুষ খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাউকে কাছে পেতে চায়। আর সেকারণেই তারা একসাথে ঘুমায়। এমনকি সে কাছের মানুষটির নাক ডাকাজনিত কারণে ঘুম ভেঙে গেলেও।

হাঁসের ভাইরাসজনিত রোগ ঃ কারণ ও প্রতিকার

এই ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচি আমদানিকৃত নির্দিষ্ট ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কর্মসূচি মোতাবেক যথারীতি ভ্যাকসিন প্রদান করা হলে খামারে ডাক প্লেগ রোগের মড়ক নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। দেশে প্রস্তুত ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচিতে পার্থক্য হল। এল আর আই কর্তৃক দেশীয় স্ট্রেইন ব্যবহারেও ভাল ফল পাওয়া যায়। ভ্যাকসনের ১০০ মাত্রা টিকা থাকে। ভায়ালে পরিশ্রুত জল মিশিয়ে মিশ্রিত টিকা হাঁসের বুকের মাংসে ১ মিলি করে ইনজেকশন হিসেবে দিতে হ। তিন সপ্তাহ বয়সের হাঁসের বাচ্চাকে প্রথম টিকা দিতে হয়। ৬ মাস পর্যন্ত এই টিকার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় থাকে। তাই ৬ মাস পর পর এই টিকা দিতে হয়। খামারে রোগ দেখা দিলে সুস্থ হাঁসগুলিকে আলাদা করে এ টিকা দিতে হয়।

ডাক ভাইরাস হেপাটাইটিসঃ এটা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট হাঁসের বাচ্চার অন্যতম ক্ষতিকর সংক্রামক রোগ। এ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অল্প সময়ে অনেক হাঁসের মৃত্য ঘটাতে পারে। রোগাক্রান্ত হাঁসের যকৃত প্রদাহ হয় বলে এ রোগকে হেপাটাইটিসও বলা হয়। ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম এ রোগ ধরা পড়ে। এরপর কানাডা, ইংল্যান্ড, জামানি, নেদারল্যান্ড, বেলজিয়াম ইতালি, রাশিয়া, ফ্রান্স ব্রাজিল, জাপান, ইজরায়েল থাইল্যান্ড এবং ভারতবর্ষে এটা পাওয়া গেছে।

রোগের কারণ ঃ পিকোরনা ভাইরাস নামক একপ্রকার ভাইরাস দ্বারা এ রোগ সৃষ্ট হয়।

এপিডিমিওলজি ঃ প্রাকৃতিক নিয়মে ১-২ সপ্তাহের বয়সের হাঁস অত্যন্ত সংবেদনশীল।বয়স্ক হাঁস এ রোগ হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে মুরগি ও টারকিতে এ রোগ হয় না। এটা অত্যন্ত ছোঁয়াচে প্রকৃতির রোগ এবং প্রকৃতিতে সহঅবস্থানে হাঁসের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।ডিমের মধ্যে বা কীটপতঙ্গ দ্বারা সংক্রমিত হবার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রোগ থেকে সেরে ওঠা হাঁসের পায়খানার সঙ্গে প্রবায় ৮ সপ্তাহ যাবৎ এ ভাইরাস দেহ হতে বেরিয়ে আসে। আক্রান্তের হার প্রায় ১০০ শতাংশ মৃত্যু হার ১ সপ্তাহের কম বয়সের বাচ্চাতে প্রায় ৯৫ শতাংশ, ১-৩ সপ্তাহের বাচ্চাতে প্রায় ৫০ শতাংশ এবং ৪-৫ সপ্তাহের বাচ্চাতে অতি অল্প।

রোগের লক্ষণ ঃ এ রোগ অতি দ্রুত অল্পবয়স্ক হাঁসের বাচ্চার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক বাচ্চা হঠাৎ পড়ে গিয়ে মারা যায়। কিছু বাচ্চা শুয়ে থেকে ঘাড় পেছনের দিকে বাঁকা করে, চোখ বুঁজে পেট ব্যথার জন্য চিৎকার করে এবং পা ঝাপটায়। এভাবে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে মারা গিয়ে থাকে। কিছু কিছু বাচ্চা ঈষৎ সবুজ বর্ণের পাতলা পায়খানা করে।

পোস্ট মর্টেমে প্রাপ্ত তথ্যাদি ঃ যকৃত অত্যন্ত স্ফীত, হলুদ বা লালচে হয়। এর উপর বিন্দু বিন্দুরক্তপাত ঘটতে দেখা যায়। এছাড়া হাঁসের বৃক্ক ও স্ফীত হয়।

রোগ নির্ণয় ঃ এপিডিমিওলজি রোগ লক্ষ্মণ এবং পোস্টমর্টেম পরিবর্তন এ রোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট। তাইএগুলো দেখে এ রোগ সহজে নিরূপণ করা যায়। এছাড়া পরীক্ষাগারে নিউট্রালাইজেশন এবং আগার জেল ডিফিউশন টেস্ট দ্বারা ভাইরাসের পরিচিতি জানা যায়।

তুলনীয় যোগ ঃ হাঁসের এ রোগ ডাক প্লেগ রোগের সঙ্গে ভুল হতে পারে। তবে এ রোগ একটি নির্দিষ্ট বয়সের হাঁসের মধ্যে সীমাবদ্ধ জন্মের পর থেকে ৩-৪ সপ্তাহ এবং ডাক প্লেগ সব বয়সের হাঁসেই হয়। এছাড়া ডাক প্লেগ রোগ প্রধানত বয়স্ক হাঁসেই অধিক হয়। সুতরাং কোন খামারে যদি ডাক প্লেগ হয় তাহলে সেখানকার ছোট এবং বড় সব বয়সের হাঁসই আক্রান্ত হবে। তাছাড়া ডাক প্লেগ রোগে শরীরের ভেতরের বিভিন্ন অংশে প্রচুর রক্তপাত ঘটে যা এ রোগে হতে দেখা যায় না।

চিকিৎসা ঃ এন্টিসিরাপ থেরাপি এ রোগে যথেষ্ট কার্যকরি। এক্ষেত্রে এন্টিসিরাম বা হাইপার ইমিউনাইজড হাঁস থেকে রক্ত নিয়ে আক্রান্ত প্রতিটি হাঁসে ০.৫ মিলি করে ইঞ্জেকশন করলে যথেষ্ট সুলফ পাওয়া যায়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ রোগ প্রতিরোধের জন্য জন্মের পর ৪-৫ সপ্তাহ পর্যন্ত হাঁসের বাচ্চাগুলোকে পৃথকভাবে উপায় রাখলে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যেতেপারে। এছাড়া অনাক্রম্যতা সৃষ্টির মাধ্যমেও রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ অনাক্রম্যতা ৩ প্রকারে সৃষ্টি করা যায় যেমন

১) জন্মের ১ দিনের দিন থেকে এন্টিসিরাম বা হাইপার ইমিউন রক্ত হাঁসের বাচ্চাদের ইঞ্জেকশন করা যায়। এতে অপ্রতিরোধী ইমিউনিটি দ্বারা হাঁসের বাচ্চার রোগ প্রতিহত করতে সক্ষম হবে।

২। ডিমপাড়া হাঁসকে টিকা প্রদান করে তার দেহে ইমিউনিটি সৃষ্টি করা এত মাতৃদেহ হতে এন্টিবডি ডিমের কুসুমের মধ্য দিয়ে বাচ্চর দেহে প্রবেশ করে তাকে রক্ষা করে।

৩) জন্মের পরই হাঁসের বাচ্চাকে টিকা প্রদান করা।

সুস্বাস্থ্যের জন্য আড্ডা দিন প্রাণ খুলে

আপনার যদি অনেক বন্ধু থাকে তাহলে আড্ডা দিন প্রাণ খুলে। আর যাদের বন্ধু, সহকর্মী কিংবা আড্ডা দেওয়ার মতো কোনো সঙ্গী নেই তারা জুটিয়ে নিন। কারও কোনো নিষেধ মানার দরকার নেই! সময় নষ্ট না ভেবে নিজে সুস্থ থাকার জন্যই মেতে উঠুন আড্ডাবাজিতে। গবেষকদের বক্তব্য সেরকমই।আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সিটির কলাম্বিয়া বিজনেস স্কুলের গবেষকরা বলছেন, প্রাণখোলা আড্ডা সুস্বাস্থ্যের সহায়ক। এতে মন থাকে প্রফুল্ল। সহজ হয় জীবনযাপন। যারা আড্ডা দিতে পছন্দ করেন না তারা শুধু আবেগতভাবে নয়, স্বাস্থ্যগতভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হন। দেহের ওজন, শক্তি কমে এবং লোপ পায় কর্মস্পৃহা।কলাম্বিয়া বিজনেস স্কুলের সহযোগী অধ্যাপক ও এ গবেষণার সহ-গবেষক মাইকেল স্লিপেইন বলেন, আপনার মনের কথা যদি চেপে রাখেন, তবে আপনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বেন। সেই চ্যালেঞ্জ মোকবেলা করতে হবেন ক্লান্ত। ফলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পাবে, আপনি নিমজ্জিত হবেন হতাশায়।তাই অহেতুক মনের কথা চেপে না রেখে প্রিয় মানুষদের সঙ্গে আড্ডার ছলে প্রকাশ করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেন তিনি।যে গোপন বিষয় আপনাকে খুব বেশি চিন্তিত করে, সে বিষয়টি কাছের মানুষদের সঙ্গে শেয়ার করে বুদ্ধিদীপ্ত পরামর্শ ও উতসাহ পেতে পারেন।ওই গবেষণায় আরও দেখা যায়, মেয়েরা অজানা বা গোপন বিষয় শেয়ার করতে বেশি দেরি করতে চায় না। আর ছেলেরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে বেশি মেতে থাকে। তাই কোনও বার দেখা করে বন্ধুদের কথাগুলো বলতে অন্তত তিন ঘণ্টা সময় নেয়।যদিও অর্ধেক পুরুষকে কোনো তথ্য দিয়ে সেটি সরবরাহ করতে বললে প্রথম মিনিটেই সেটি হয়ে যায়, আর নারীরা কম করে হলেও তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা নিজের কাছে রেখে দেয় তথ্য সরবরাহের আগে।

সিদ্ধান্তহীনতার মূল কারণ ডিপ্রেশন

জানেন কি, সিদ্ধান্তহীনতার অন্যতম মূল কারণ ডিপ্রেশন? ডিপ্রেশন ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণগুলো অনেক সময় নির্ণয় করা যায় না। সিদ্ধান্তহীনতা ক্রোনিক ডিপ্রেশনের একটি বিশেষ লক্ষ্মণ।

আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত বইয়ের সর্বশেষ সংস্করণে বলা হয়েছে, ডিপ্রেশনে ভুক্তভোগীরা সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। অথবা তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন হয়। উল্লেখ করা হয়েছে, মেন্টাল ডিপ্রেশন দীর্ঘস্থায়ী সিদ্ধান্তহীনতা তৈরি করে।

দৈনন্দিন জীবনে ক্রোনিক ইনডিসিসিভনেসের প্রভাব

আমরা নিজেরাই এ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াগুলো সম্পর্কে অনেক সময় সজাগ থাকি না বা থাকতে পারি না। দিনে আমরা কয়েকশো সিদ্ধান্ত নেই ও বহুবার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি। যেমন—

* কখন ঘুমাতে যাবো?
* কী পরবো?
* কী খাবো, এখন না পরে?
* স্নান করবো কী করবো না?
* ছাতা নেবো কী নেবো না?
* কোন পথ দিয়ে গেলে দ্রুত পৌঁছানো যাবে?
* কোন কথা কীভাবে, কখন বলবো? বলা ঠিক হবে কিনা?
* কোনো কাজে যাওয়ার ক্ষেত্রে কখন যাবো? আজ যাবো কিনা?

এতো গেলো সাধারণ ছোট ছোট ব্যাপার। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রোজ অমাদের নিতে হয়। বেশিরভাগ মানুষ এসব সিদ্ধান্ত সেকেন্ডের মধ্যে নিয়ে ফেলে। কিন্তু ডিপ্রেশড ব্যক্তিরা ছোটখাটো ব্যাপারগুলো নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দ্বিধায় ভোগে। তাদের ধারণা, তরা সুফলদায়ক বা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। ভবিষ্যত ফলাফল নিয়ে এরা খুব বেশি অনিশ্চয়তায় ভোগে। ফলে ভুলসিদ্ধান্ত হতে পারে বলে অনেকখানি সময় নেয় তারা।

বিষন্নতা কেন দ্বিধান্বিত করে?

মোটিভেশনের অভাবে ডিপ্রেশড ব্যক্তিরা ইনডিসিসিভ হয় বা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। মোটিভেশন ও ডিপ্রেশন পরস্পর বিরোধী। মোটিভেশন ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া ধীর হয়েযায়। গবেষণায়, বিষন্নতাকালীন বৈকল্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে দৈহিক সমস্যা বলা হয়েছে। দেখা গেছে, মস্তিষ্কের মেডিয়াল ও ভেন্ট্রাল প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্স অঞ্চলে ধূসর পদার্থ হ্রাস পেলে প্রেরণার উদ্দীপনা হ্রাস পায় এবং হানিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তৈরি হয়। বিমর্ষ ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে এই ধূসর পদার্থ হ্রাস পায়। পরিশেষে, বিষন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা দেয় উচ্চমাত্রার অ্যাংজাইটি। এই অ্যাংজাইটি সিদ্ধান্ত নিতে প্রধান অন্তরায়। ডিপ্রেশন ও ইনডিসিশন ভাঙতে করণীয় কী? ক্রোনিক ডিপ্রেশন ও ইনডিসিশনের সঙ্গে লড়াই করা কঠিন। তবে প্রাথমিকভাবে কাটিয়ে উঠতে এগুলোকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যেতে পারে।

* নোটবুকে সঙ্গে রাখুন। সিদ্ধান্তের পজিটিভ — নেগেটিভ দিকগুলো লিখুন।
* ডিপ্রেশনের জন্য কগনিটিভ বিহেভিওরাল থেরাপি নেওয়া যায়। চয়েজ অ্যানালাইজিংয়ে এ থেরাপি ফলদায়ক।
* জটিল সিদ্ধান্ত প্রয়োজন বুঝে এড়িয়েযান। অথবা কারও পরামর্শ নিন। অনেক ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ করা বা না করা নিয়ে ঝামেলায় পড়তে পারেন। সেক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কাঁধে ভরসা রাখুন।
* পজিটিভ চিন্তা করুন। নিজেকে পজিটিভ কথা বলুন।
* কোনো কিছু নিয়ে খুব বেশি ভাববেন না। কারণ ভবিষ্যৎ আমাদের কারও জানা নেই। আমরা কেবল সৎভাবে এগিয়ে যেতে পারি। বাকিটা ছেড়ে দিন। বিশ্বাস করুন, সব সমস্যারই সমাধান রয়েছে। কারণ, জগতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। ভালো থাকুন।

রোগের চাইতে মদেই মৃত্যু বেশি

পৃথিবীতে এইডস, এইচআইভি, টিউবারকিউলোসিস বা হিংসাত্মক ঘটনায় মৃত্যুর তুলনায় অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে বেশি লোকের মৃত্যু ঘটে বলে দাবি করা হয়েছে নতুন এক গবেষণায়।দ্য অর্গানাইজেশন অফ ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট(ওইসিডি)এর করা নতুন এক জরিপে উঠে এসেছে এ তথ্য। ওইসিডি বিশ্বের ৩৪টি দেশের উপর এ জরিপ পরিচালনা করেছে।জরিপের ফলাফল প্রকাশের পর ওইসিডির সেক্রেটারি-জেনারেল এঞ্জেল গুর্লা জানিয়েছেন, বিশ্বজুড়ে ক্রমেই বাড়ছে মদের পিছনে অর্থব্যয়ের প্রবণতা। তাঁর দাবি,

মহিলা ও কমবয়েসিদের মধ্যে মদ্যপানের অভ্যাস আগের চেয়ে অনেকটাই বেড়েছে।প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, পৃথিবীতে এইডস, এইচআইভি, টিউবারকিউলোসিস বা হিংসাত্মক ঘটনায় মৃত্যুর তুলনায় অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে মৃতের সংখ্যা বেশি। মদ্যপানের নেশায় বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন ইসরাইল, আইসল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড ও সুইডেনের বাসিন্দারা।তবে রাশিয়া, ব্রাজিল, চিন ও ভারতে মদ্যপায়ীর সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বাড়েনি। মদের নেশা বাড়ার পিছনে তার সহজলভ্যতা ও চটকদার বিজ্ঞাপনকেই দায়ী করা হয়েছে। এছাড়াও উন্নত দেশগুলোতে ব্যক্তিপ্রতি গড় মদ্যপানের পরিমাণ বছরে ১০০ বোতল বলে উল্লেখ করা হয় ওই প্রতিবেদনে।তবে ১৯৯২ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে হিসেবে ওইসিডি সদস্য দেশগুলিতে মদ্যপানের হার ২.৫ শতাংশ কমেছে।

ওরা এখন আরও বেপরোয়া

সাইবার দুর্বৃত্তদের চালাকির কথা হরহামেশা শোনা যায়। কিন্তু এন তাঁরা আরও বেশি বেপেরায়া হয়ে উঠেছে। তাদের চাতুর্যের সঙ্গে সাহাস যোগ হয়েছে। হালনাগাদ প্রযুক্তি তাদের হাতের মুঠোয়। যেনতেন আক্রমণ না করে এখন যাচাই বাছাই' করে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে তারা। বিশ্বজুড়ে সাইবার হামলা বেড়ে গেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো সফটওয়্যার নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ট্রেন্ড মাইক্রো ইনকরপোরেশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কার্যালয় জাপানে। ট্রেন্ড মাইক্রোর গবেষকেরা বলছেন, গত কয়েক বছরে সাইবার হামলার ঘটনা বেশ বেড়েছে। সাইবার নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে। ২০১৫ সালেরবিশেষ নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে ট্রেন্ড মাইক্রো বার্ষিক নিরাপত্তা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়েছে, নতুন ধরনের সাইবার হামলা ঠেকাতে সব সময় নিরাপত্তা সিস্টেম হালনাগাদ করে রাখাজরুরি। ট্রেন্ড মাইক্রোরা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসে যে ধরনের সাইবার আক্রমণ আমরা দেখেছি, এতে আমাদের পুরোনো হুমকির বিষয়গুলোর দিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। কোনো ইন্ডাস্ট্রি বা সিস্টেম এখন আর নিরাপদ নয়। কে ভেবেছিল যে সাইবার হুমকির বিবেচনার ক্ষেত্রে ভাষার বিষয়টি নিয়েও আমাদের দুশ্চিন্তা করতে হবে। ট্রেন্ড মাইক্রো দাবি করেছে, গত বছরে তারা পাঁচ হাজার ২০০ কোটি নিরাপত্তা হুমকি ঠেকিয়েছে। তবে তা ২০১৪ সালের চেয়ে ২৫ শতাংশ কম। ২০১২ সালের পর থেকে সাইবার হুমকি কমার ধারা দেখা যাচ্ছে বলে জানিয়েছে ট্রেন্ড মাইক্রো। প্রতিষ্ঠানটির বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সাইবার দুর্বৃত্তরা এখন তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য নির্ধারণে অনেক বেশি 'যাচাই-বাছাই' করে আধুনিক হালনাগাদ প্রযুক্তির ব্যবহার করছে।

প্রথম ক্লোন বানর জন্ম দিল চীন

এবার চীনা বিজ্ঞানীরা জন্ম দিলেন বিশ্বের প্রথম ক্লোন বানর। বিজ্ঞানীরা কয়েক সপ্তাহ আগে গবেষণাগারে ঝং ঝং এবং হুয়া হুয়া নামের দুটি ক্লোন বানরের জন্ম দিয়েছেন। গত শতকেরনব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে স্কটল্যান্ডেরপ্রাণিবিজ্ঞানীরা ডলি নামের ক্লোন ভেড়ার জন্ম দেন।চাইনিজ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের ইন্সটিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেসের বিজ্ঞানী কিয়াং সানের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে সাংবমাধ্যমগুলো জানায় ক্যান্সার ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জিনগত ত্রুটির গবেষণা ও নিরাময়ের কাজে লম্বা লেজওয়ালা এ বিশেষ ধরনের ক্লোন বানরকে কাজে লাগানো হবে। বিজ্ঞানীদের কাছে এগুলো হবে এসব রোগ গবেষণায় মডেল। এখন যেমন গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয় গিনিপিগ।স্কটল্যান্ডে মাদি ভেড়া ডলিকে ক্লোন করতে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল, ঠিক একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে ঝং ঝং ও হুয়া হুয়ার ক্ষেত্রে। ক্লোন করা বানরশাবক দুটির মধ্যে ঝং ঝংয়ের জন্ম ৮ সপ্তাহ আগে। আর হুয়া হুয়ার জন্ম ৬ সপ্তাহ আগে।ক্লোন করা বানরশাবক দুটিকে বোতলে দুধ খাওয়ানো হচ্ছে। অন্যসব সাধারণ বানরশাবকের মতোই এরা স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে। সামনের কয়েক মাসে ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে এরকম আরও বানরশাবক জন্ম দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন চীনা গবেষকরা। প্রাণিবিজ্ঞানীদের অনেকেই ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে বানরশাবক জন্ম দেয়ার নৈতিকতা নিয়েপ্রশ্ন তুলেছেন।

পুজোর পর ''অসুর''এর বেশে আসছেন জিত

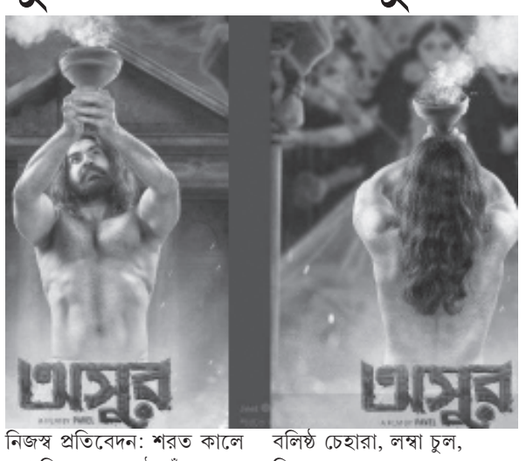

নিজস্ব প্রতিবেদন: শরত কালে বাঙালি মেতে ওঠে তাঁদের প্রিয় দুর্গোতসবে। দুর্গাপুজো কাটিয়ে শরতের পর শীতে বাঙালি মেতে উঠবে ''অসুর'' নিয়ে। সৌজন্য টলিউড তারকা জিত। পরিচালক পাভেলের হাত ধরে অসুরের বেশে হাজির হচ্ছেন তিনি।রবিবারই অসুরের ফার্স লুকে ধরা দিয়েছেন জিত। যেখানে ধুনিচি হাতে ধরা দিয়েছেন জিত। ''অসুর'' এর ফার্স লুকে মুগ্ধ সিনেমাপ্রমী দর্শকরা। বলিষ্ঠ চেহারা, লম্বা চুল, জিত-এর চোখে মুখে ক্রোধের ছাপ স্পষ্ট।পাভেল পরিচালিত এই ছবিতে জিত ছাড়াও দেখা যাবে নুসরত

বলিষ্ঠ চেহারা, লম্বা চুল, জিত-এর চোখে মুখে ক্রোধের ছাপ স্পষ্ট।পাভেল পরিচালিত এই ছবিতে জিত ছাড়াও দেখা যাবে নুসরতজাহান ও আবির চট্টোপাধ্যায়কে। জানা যাচ্ছে দুর্গার চরিত্রে দেখা যাবে নুসরতকে। বিয়ের পর এটাই হতে চলেছে নুসরতের প্রথম ছবি।প্রসঙ্গত, ''রসগোল্লা''র পর এটি পরিচালক পাভেলের দ্বিতীয় ছবি হতে চলেছে। তাঁর তৈরি ''রসগোল্লা'' মুগ্ধ করেছে সিনেমাপ্রেমীদের। তাই দ্বিতীয় ছবির কথা প্রকাশ্যে আসতেই একটা ভালো কিছু পাওয়ার আশা করছেন দর্শকরা।

অন্যদিকে জিতকে সম্প্রতি দেখা গেছে ''প্যাম্থার'' ছবিতে''অসুর'' নিয়ে ষ্ঠত্রত্র ২৪ ঘণ্টার তরফে পরিচালক পাভেলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ''''অসুরকে আমরা যেভাবে দেখি এই ছবিতে দর্শকদের অসুর সম্পর্কে ভাবনাটাই বদলে যাবে। অসুর মানেই অশুভ নয়। এখানে অসুর মানে অসীম শক্তিধর। এটি তিন বন্ধুর গল্প, ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। এখানে নুসরতের চরিত্রের নাম অদিতি, জিত এর চরিত্রের নাম কিরণ মান্ডী, আর আবিরের চরিত্রের নাম বোধিসত্ত্ব। আর এই ছবিটি একজন শিল্পীর জীবন নিয়ে। আর এই ছবিটির মাধ্যমেই আমি খ্যাতনামা ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ-কে শ্রদ্ধা জানাতে চলেছি।'

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTIFICATION

No.F.10(1-5)-Rectt./TPSC/2019 Agartala Dated : 2nd September, 2019

Ref : Commission's Advt. No.02/2019 dated 06.03.2019, Notification dated 08.08.2019 for recruitment to Tripura Civil Service Grade-II & Tripura Police Service Grade-II, Group-A Gazetted under GA (P&T) Department.

It is information of all concerned that the date of receipt of documents has been extended upto 06-09-2019. Candidates who did not submit their documents till now are instructed to submit required documents by 06-09-2019, otherwise their candidature will be summarily rejected.

For Further Details please visit : www.tpsc.gov.in.

The commission will not be responsible for printing mistake, if there be any.

(S. Mog)
Secretary,
Tripura Public Service Commission

সোমবার গণমুক্তি ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন আয়োজিত আলোচনা সভায় কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

বাংলায় এনআরসি করতে দেব না বিধানসভায় দাবি বিরোধীদের

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বাংলায় খসরা জাতীয় নাগরিকপঞ্জী (এনআরসি) করার 'চক্রান্ত হচ্ছে' বলে অভিযোগ করল কংগ্রেস ও সিপিএম। সোমবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এ নিয়ে একটি পৃথক আলোচনার দাবি জানান তাঁরা। এ দিন অধিবেশনে উল্লেখপর্বে কংগ্রেসের অসিত মিত্র এনআরসি-র বিরোধিতা করে বিবৃতি দিতে শুরু করলে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে থামিয়ে দেন। বলেন, উল্লেখপর্বে এত বিস্তারিত বলা যায় না। এর পর 'জিরো আওয়ার'-এ বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "অসমে যেভাবে ১৯ লক্ষ লোককে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হল, তা কার্যত মানুষের অধিকার হরণের সামিল। ফকরুদ্দিন আলি আমেদের মত মানুষ বা যাঁরা সারা জীবন দেশের জন্য নানারকম কাজ করেছেন, তাঁদের অনেক পরিবারের সদস্য নাগরিকের স্বীকৃতি পাননি। সুজনবাবু অধিবেশনে বলেন, বাংলায় বহু মানুষ একবার উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন। আবার তাঁদের উদ্বাস্তু হওয়ার চক্রান্ত চলছে কিনা, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা যদি এ নিয়ে চর্চা না করে, তাহলে কারা করবে? সেটা খুব দুঃখের হবে। সেটা মানবিকতার বিরুদ্ধে যাবে। এ রাজ্যে এনআরসি নয় এই মর্মে বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার। অধিবেশনের সব কাজ বন্ধ করে এই আলোচনা হওয়া দরকার। অধ্যক্ষ সুজনবাবুর দাবি এখন মানা সম্ভব নয় জানালে ক্ষিপ্ত সিপিএম নেতা চেঁচামেচি শুরু করেন। তৃণমূলের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় সুজনবাবুর দাবি সমর্থন করেন। সেই সঙ্গে বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার ও অসম সরকারকে চিঠি দিয়েছেন। তবে, এই আইন পাশ হয়েছিল ১৯৫৫-তে। ১৯৫৮-তে প্রণীত হয়। ২০১৩-তে অসম সরকার রূপায়িত করে। এই দীর্ঘ সময়টায় কংগ্রেস সরকার ছিল। এ সময় অধ্যক্ষ ফের বাধা দেন। বলেন, "এত বিস্তারিত এখন বলা যাবে না। পরে আলোচনা হলে বলবেন।" আর এক প্রস্থ চেঁচামেচি করেন সুজনবাবু। এর পর আলোচনার প্রসঙ্গ বদলে যায়।"

বিজেপির বনধ ঘিরে দিনভর উত্তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি বিক্ষোভ সংঘর্ষ, পুলিশের লাঠিচার্জ

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স) : সোমবার বিজেপির ডাকা ১২ ঘন্টা বারাকপুর বনধকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত রইল রাজ্য পরিস্থিতি ঊ সকাল থেকেই বিভিন্ন জায়গায় দফায় দফায় চলে পথ অবরোধ, বিক্ষোভ ঊএদিনও ফের একবার পুলিশ-বিজেপি কর্মীদের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিভিন্ন এলাকাঊ জখম হয় ১৫ জন বিজেপি কর্মী ঊ এসবের সঙ্গেই এদিন সকালে কঁকিনাড়ায় রেল অবরোধের জেরে নাজেহাল হতে হয় যাত্রীদের ঊ এদিন এই পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয় রাজ্য রাজনীতি ঊ চলে দোষারপের পাল্টা দোষারোপ ঊ অন্যদিকে এদিনের এই হিংসার পরিস্থির জন্য অর্জুন সিংকেই দায়ী করেন রাজ্য পুলিশের এডিজি আইনশৃঙ্খলা জ্ঞানবন্ত সিং। সব মিলিয়ে এদিন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের ওপর হামলার প্রতিবাদে, বিজেপির ডাকা বনধের আঁচকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বিভিন্ন জেলা।

সোমবার বিজেপির ডাকা বনধ চলে সকাল ৬ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত ঊ রেলকে এই বনধের আওতায় না রাখা হলেও, এদিন সকাল ৬ টা থেকেই কঁকিনাড়া স্টেশনে রেল অবরোধে নেমে পরেন বিজেপি কর্মীরা ঊ রেল অবরোধ চলে কাঁচড়াপাড়াতেও ঊ যার জেরে বেশ কিচ্ছুক্ষন ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয় শিয়ালদাহ মেইন লাইনে ঊ সমস্যায় পড়েন যাত্রীরা। এছাড়াও প্রভাব পড়ে ফেরি চলাচলেও। নৈহাটি, জগদ্দল, বারাকপুর থেকে ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে বেলা গড়তেই বারাকপুরের সুভাষনগর কলোনিতে বিজেপি-তৃণমূল সংঘর্ষ ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় পরিস্থিতি। আহত হন বেশ কয়েকজন। জোর করে যাত্রীদের গাড়ি থেকে নামানো, অটো ভাঙচুর-সহ একগুচ্ছ অভিযোগ ওঠে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে। বিজেপি তৃণমূল সংঘর্ষে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় বারাকপুরের নোনা চন্দনপুকুর এলাকা, ঘোষপাড়া রোড। এখানেও আহত হন বেশ কয়েকজন। লালকুঠিতে চলে বিজেপি কর্মীদের পথ অবরোধ। উত্তেজনার আঁচ পড়ে টিটাগড়ের কয়লাপুর মোড়, আমডাঙা-রাজবেড়িয়া মোড়, নীলগঞ্জ রোড। একাধিক জায়গায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এদিন পুলিশের লাঠিচার্জের জেরে আহত হন ১৫ জন বিজেপি কর্মী। তাদের মধ্যে ৮ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার আঁচ পড়ে কার্যত গোটা রাজ্যেই। বিভিন্ন জেলায় পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। দত্তপুকুর থানার যশোর রোডের জয়পুর এলাকায় বিজেপি টায়ার ও গাছের গুঁড়ি ফেলে রাস্তা অবরোধ শুরু করে। তৃণমূল বাধা দিলে দুপক্ষের সংঘর্ষ শুরু হয়। আহত হন কমপক্ষে ১০ জন। সেইসময় অবরোধকারীরা কয়েকজন সাধারণ মানুষের বাইক ভাঙচুর করেন বলেও অভিযোগ। পরে দত্তপুকুর থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সুপার অফিস ঘেরাও অভিযান চলে বিভিন্ন জায়গায় ঊ কৃষ্ণনগর পুলিশ সুপারের দফতরের কাছে কালেক্টরি মোড়ে বিজেপি বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। সেখানে আটকে দেওয়া হয় বিক্ষোভ মিছিল। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশ সুপার অফিস ঘেরাও অভিযান চলে বর্ধমানেও। পুলিশ তাদের পথ আটকালে বিজেপি সমর্থকরা একটি ব্যারিকেড তুলে ফেলেন। পুলিশ লাঠিচার্জ করলে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পরে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হয় সেখানে। কার্জনগেটের সামনে আবার বিজেপি কর্মীরা জড়ো হলে পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে। হাওড়া পুলিশ কমিশনারের অফিস ঘেরাও অভিযানে নামে বিজেপি। কয়েকশো কর্মী সমর্থক বার্ন স্যান্ডার্ড মোড় হয়ে হাওড়া পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেন। পুলিশকে ঘিরে দেখানো হয় বিক্ষোভ। বিক্ষোভের আঁচ পড়ে দক্ষিণ দিনাজপুরেও। এদিন দুপুর আড়াইটা নাগাদ বালুরঘাট পুলিশ সুপারের অফিসের সামনে মঞ্চ বেঁধে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন তাঁরা। বারাকপুর, জগদ্দল, কাঁকিনাড়া তো বটেই, বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘিরে সোমবার দিনভর উত্তপ্ত থাকে গোটা রাজ্য ঊ যদিও সবচেয়ে এদিন হিংসার আঁচ বেশি থাকে বারাকপুরে ঊ অন্যদিকে রবিবার ও সোমবার বারাকপুরের এই গোটা হিংসার ঘটনার জন্য বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংকেই দায়ী করেন রাজ্য পুলিশের এডিজি আইনশৃঙ্খলা জ্ঞানবন্ত সিং। নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি বলেন, "বারাকপুরে হিংসার ঘটনা ঘটেছে বারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংয়ের নেতৃত্বেই ঊ এমনকি রবিবারও ওনার সমর্থকদের ছোঁড়া পাথরেই আহত হয়েছেন তিনি ঊ" সোমবারের বনধের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে এডিজি বলেন, "এদিন ছোটখাট কিছু ঘটনা ঘটেছে। এমনিতে পরিস্থিতি পুলিশের আয়ত্তের মধ্যেই ছিল।"

জ্ঞানবন্ত সিং এর এই মন্তব্যের পরেই এদিন তাঁকে কটাক্ষ করেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ ঊ তিনি বলেন, "ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে পুলিশ কমিশনার লাঠি হাতে ছুটছেন। বন্দুক উঁচিয়ে রয়েছেন ঊ একটি পাড়ার ঝামেলা মেটাতে পুলিশ কমিশনারকে এই কাজ করতে হচ্ছে।" পুলিশের প্রতি তোপ দেগে দিলীপ ঘোষ বলেন, "এদের (পুলিশের) যোগ্যতা হল যারা তাঁবেদার। ইউনিফর্ম পরা পুলিশ অফিসার মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ের প্রণাম করছেন। ভালো জায়গায় পোস্টিং নেওয়া এবং প্রোমোশনের জন্য পা ধরতে হচ্ছে। আর যারা পা ধরে বোরো হয়েছেন, তাদের থেকে ভালো কাজ আশা করা যায় নাকি।" তাঁর কথায়, "রবিবার গুন্ডা পুলিশ বিজেপির ওপর আক্রমণ করেছিল। কাঁচরাপাড়ায় পুলিশকে দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে। সাংসদ, বিধায়করাই সুরক্ষিত নন। সাধারণ মানুষ কীভাবে সুরক্ষিত থাকবে ?"

যদিও এপ্রসঙ্গে জ্ঞানবন্ত সিং —এর বক্তব্য, "পুলিশ লাঠি মারলে গায়ে মারে, মাথায় মারে না। বারাকপুরের পুলিশ কমিশনার ভেবেছিলেন তিনি নিজে গিয়ে বললে অবরোধকারীরা উঠে যাবেন। কিন্তু তা তো হয়ইনি। সঙ্গে সঙ্গে ওরা বোমা ছুড়তে শুরু করে। ফিডার রোডের গণ্ডগোলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অর্জুন সিং-এর ছেলে তথা ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন সিং। তারপর যা হিংসার ঘটনা ঘটেছে, সবটাই অর্জুন সিং-এর নেতৃত্বে। ওনার সমর্থকরাই পাথর ছুঁড়েছে। পুলিশ বারণ করেছিল, থামানোর চেষ্টা করেছিল। সেইসময় ওনারই কোনও সমর্থকদের ছোঁড়া পাথর লেগেছে অর্জুন সিংয়ের মাথায়।" তাঁর কথায়, "পুলিশ পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছে।"

ছয়ের পাতায়

আরও আধুনিক হচ্ছে ভারতীয় রেল, বসতে চলছে ডিজেলচালিত ইঞ্জিন

মুম্বই, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আরও আধুনিক হচ্ছে ভারতীয় রেল ঊ শতাব্দী প্রাচীন ইঞ্জিনের বদলে এবার ট্রেনগুলিতে বসতে চলছে ডিজেলচালিত ইঞ্জিন। মোদী সরকারের ''মেক ইন ইন্ডিয়া'' প্রজেক্টের অন্তর্ভুক্ত এই বিশেষ ডিজেল চালিত ইঞ্জিনগুলি বিহারের জিই ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা হয়েছে।

জিই-র মতে, ভারতীয় রেলে আগামী ১০ বছরে মোট ১০০০টি ডিজেলচালিত ইঞ্জিন সরবরাহ করা হবে। ৪০টি টুইন ক্যাব ১৬৭৬মিলিমিটার ইঞ্জিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে রফতানি করা হবে। জিই ট্রান্সপোর্টেশন ৪হাজার ৫০০টি এইচপি-র মধ্যে ৭০০টি ইঞ্জিন সরবরাহ করবে। গত বছরখানেক আগেই এই প্রজেক্টির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মোট ২.৬বিলয়ন ডলারের চুক্তি করা হয়েছে ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে।

ভারতীয় রেল ব্যবস্থাকে আরও বেশি আধুনিকীকরণ করার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের রোজা এবং গুজরাটের গান্ধীনগরে জিই রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুটি শেড নির্মাণ করেছে।৪হাজার ৫০০টি এইচ পি ইঞ্জিনে থাকবে ডুয়াল ক্যাব। অপরদিকে, ৬হাজার এইচ পি ইঞ্জিনে রয়েছে সিঙ্গেল ক্যাব। এই আধুনিক ইঞ্জিনগুলির স্পীড ঘন্টায় প্রায় ১০০কিমি।

চিদম্বরমের আরও একদিনের সিবিআই হেফাজত

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ফের সিবিআই হেফাজতে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম ঊ আইএনএক্স মিডিয়া দুর্নীতি মামলায় সোমবার চিদম্বরমকে আদালতে পেশ করা হলে বিচারপতি তাঁকে জামিন না দিয়ে আরও একদিনের জন্য সিবিআই হেফাজতে পাঠান ঊ ফলে আপাতত তিহার জেলে যেতে হচ্ছে না প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীকে। আগামীকাল মঙ্গলবার ফের তাঁকে বিশেষ আদালতে পেশ করা হবে ঊ আগামীকাল তাঁর অন্তর্বর্তী জামিন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।

আইএনএক্স মিডিয়ায় বিদেশি বিনিয়োগে অসঙ্গতির মামলায় গত ২১ অগস্ট রাতে গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে সিবিআই-এর সদর কার্যালয়ের সুটে রয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। দফায় দফায় তাঁর সিবিআই হেফাজতের মেয়াদ বাড়িয়েছে বিশেষ সিবিআই আদালত। শেষ দফার মেয়াদ ফুরানোর পর আজ সোমবার তাঁকে আদালতে পেশ করে সিবিআই। সেখানেই তাঁর জামিনের জন্য সওয়াল করেন কপিল সিবল। উল্টো দিকে সিবিআই তথা সরকারের পক্ষে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা তার বিরোধিতা করেন। সলিসিটর জেনারেল জামিনের শুনানির জন্য সময় চান। বিশেষ আদালতের বিচারক সেই আর্জি মঞ্জুর করে আরও এক দিন চিদম্বরমের জামিনের মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছেন। আগামিকাল মঙ্গলবার শুনানি শেষে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জামিন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে আদালত।

পাকিস্তানের জেলে ভয়ঙ্কর চাপে রয়েছে কুলভূষণ যাদব, জানাল বিদেশমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভয়ঙ্কর চাপে পড়ে পাকিস্তানের শেখানো কথা নিজের মন্তব্যে বলেছে কুলভূষণ যাদব। সোমবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রবীশ কুমার এমনই জানিয়েছেন।

এদিন আন্তর্জাতিক আদালতের চাপে পড়ে কুলভূষণ যাদবের সঙ্গে ভারতীয় কূটনৈতিককে দেখা করতে দেওয়ার জন্য বাধ্য হয় পাকিস্তান। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন রবীশ কুমার। এদিন পাক জেলে বন্দি এই ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে দেখা করেন পাকিস্তানে ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার গৌরব আলুওয়ালিয়া। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের অফিসে কুলভূষণের সঙ্গে সাক্ষাত করেন তিনি। এর পরই ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এই মন্তব্য করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে কয়েক সপ্তাহ আগেই, আন্তর্জাতিক আদালতের তরফে কুলভূষণ যাদবকে ভারতের কূটনৈতিক সহায়তা নিতে দেওয়া এবং তাঁর মৃত্যুদণ্ড খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়। তারপর, সোমবার কুলভূষণ যাদবের সঙ্গে দেখা করেন ভারতীয় কূটনীতিক গৌরব আলুয়ালিয়া।

২০১৭ এর এপ্রিলে কুলভূষণ যাদবকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শোনায় পাকিস্তানের সামরিক আদালত।

তার একমাস পর, আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করে ভারত। গুপ্তচরবৃত্তি ও সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগে পাকিস্তানে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয় প্রাক্তন ভারতীয় নৌসেনা আধিকারিক কুলভূষণ যাদবকে।

আন্তর্জাতিক আদালত ভারতের পক্ষে রায় দিয়ে কুলভূষণের মামলা ফের শুনানির নির্দেশ দেয় এবং ভারতকে কুলভূষণের কনসুলার অ্যাকসেস বা কূটনৈতিক সহায়তার দেওয়ার কথাও বলে। আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের পরেও পাকিস্তান জানায় যে ভারতীয় কূটনৈতিক আধিকারিকদের সঙ্গে কুলভূষণের সাক্ষাতের সময় সেখানে কোনও পাক অফিসার উপস্থিত থাকবেন।

সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া বন্ধ না করলে পাকিস্তানের সঙ্গে কথা কথা নয় : জয়শঙ্কর

ব্রাসেল্‌স, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সন্ত্রাসকে মদত দেওয়া বন্ধ না করলে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও কথা নয়। ব্রাসেল্‌সে বসে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

কাশ্মীর নিয়ে পরমাণু যুদ্ধের যে হুমকি ইমরান খান দিয়েছিল তাকে কার্যত পাত্তা না দিয়ে এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, প্রকাশ্য দিবালোকে সন্ত্রাসকে মদত দিয়ে চলেছে পাকিস্তান। সন্ত্রাসকে মদত দেওয়া বন্ধ না করলে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও কথা নয়। আগামীদিনে কাশ্মীরের পরিস্থিতি যে স্বাভাবিক হবে তাও জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে পাঠানকোটে সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়। এই হামলায় পাক সন্ত্রাসবাদীদের জড়িত থাকার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই হামলার পর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক বন্ধ হয়ে যায়। এর পরে থেকে দু''দেশের সম্পর্কে অবনতি ধরে। অন্যদিকে ফের যুদ্ধে হুমকি দিলেন পাকিস্তানের রেলমন্ত্রী শেখ আহমেদ রশিদ। তিনি দাবি করেছেন ভারতের নির্দিষ্ট টার্গেটে হামলার মত পরমাণু অস্ত্র পাকিস্তানের হাতে রয়েছে।

ইয়েমেনে ডিটেনশন সেন্টারে এয়ার স্ট্রাইক আরবের : নিহত কমপক্ষে ১০০

সানা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ইয়েমেনের ধামার প্রদেশের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত হাউথি রিবেল দ্বারা পরিচালিত ডিটেনশন সেন্টার লক্ষ্য করে এয়ার স্ট্রাইক করল সৌদি আরব। হাউথি রিবেলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে রবিবারের এই এয়ার স্ট্রাইকে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০০ জনের।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ইয়েমেনে কর্মরত রেড ক্রস প্রতিনিধিদের প্রধান ফ্রানজ রকেনস্টেইন জানিয়েছেন, 'ডিটেনশন সেন্টারের প্রায় কেউই আর জীবিত আছেন বলে মনে হয় না।' রেড ক্রসের তরফে জানানো হয়েছে এই ডিটেনশন সেন্টারে অন্তত ১৭০ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৪০ জনকে উদ্ধার করা গেলেও তাঁদের অবস্থা সংকটজনক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। রকেনস্টেইন বলেন, 'এই ব্যাপক ক্ষতি, চারিদিকের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখাটা বড় ধাক্কা।' চলতি বছরে ইয়েমেনে এটিই সবচেয়ে বড় আক্রমণ বলে জানিয়েছে ইয়েমেন ডেটা প্রজেক্ট।

মনমোহন সিং-এর আমলে দেশে কাঙ্খিত আর্থিক বৃদ্ধি হয়নি, দাবি সম্বিদের

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দেশের আর্থিক ব্যবস্থা নিয়ে রবিবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। সোমবার পাল্টা মনমোহন সিং-এর নিন্দায় সরব হল বিজেপি। তাঁর (মনমোহন সিং) আমলে দেশে কাঙ্খিত আর্থিক বৃদ্ধি হয়নি। স্বজনপোষণ, পরিবারতন্ত্র ও দুর্নীতিকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য তাঁকে (মনমোহন সিং) হাতের পুতুল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন বিজেপি নেতা সম্বিদ পাত্র।

এদিন সম্বিদ পাত্র জানিয়েছেন, বিশ্বজুড়ে আর্থিক মন্দা হওয়া সত্বেও ভারতীয় অর্থনীতি তার শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। ভারতীয় অর্থনীতির মৌলিক ভিত্তি শক্তিশালী হওয়ার জন্য দেশের অর্থনীতি ভাল কাজ করে চলেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর একাধিক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে সম্বিদ পাত্র জানিয়েছেন, দৃঢ় আর্থিক নীতির জন্য বিশ্বের প্রথম পাঁচটি বৃহদ অর্থনীতির মধ্যে রয়েছে ভারত। নতুন উচ্চতাকে স্পর্শ করে শক্তিশালী অর্থনীতিতে দেশকে পরিণত করার জন্য এগিয়ে চলেছি। ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণ এবং ঋণের হার কমানোর পাশাপাশি পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ১০০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের মতো সিদ্ধান্তে ভারতের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ফলেই এইগুলি সম্ভব হয়েছে। বিগত ছয় বছরে ভারতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে। মনমোহন সিং-এর আমলে ভারতীয় অর্থনীতির প্রতি অবিচার করা হয়েছে।

মুম্বইয়ের বিখ্যাত লালবাগ রাজায় গিয়ে পুজো দিলেন অমিত শাহ

মুম্বই, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে মুম্বইয়ের বিখ্যাত লালবাগ রাজায় গিয়ে পুজো দিলেন অমিত শাহ। ভগবান গণেশের সামনে করজোড়ে বৈদিক স্তোত্র পাঠ করেন তিনি। এছাড়া কথা বলেন স্থানীয়দের সঙ্গে। এর আগে সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে গণেশ পুজো দেন।

এদিন সকালে মহারাষ্ট্রের রাজ্য বিজেপি সভাপতি মঙ্গল প্রভাত লোধার নেতৃত্বে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মুম্বইয়ের সমস্ত সাংসদ, রাজ্য সরকারের সমস্ত মন্ত্রীদের নিয়ে অমিত শাহকে স্বাগত জানানো হয়। বিমানবন্দর থেকে সরকারি অতিথিশালায় কিছুক্ষণ বিশ্রম নিয়ে গণেশ পুজো দিতে মুম্বইয়ের বিখ্যাত সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে দিতে যান।

আজ গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে অমিত শাহ ট্যুইটারে লেখেন যে গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে সকল দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই। এমন সময় অমিত শাহ মহারাষ্ট্র সফরে গিয়েছেন যখন রাজ্যজুড়ে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক না হলেও এখনই নির্বাচনী প্রচার চালানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে।

জুন সিং-এর উপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন উত্তর দিনাজপুরে

রায়গঞ্জ, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং-এর উপর হামলার প্রতিবাদে রাজ্যের সমস্ত জেলার পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি। বিজেপির পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গোটা পুলিশ সুপার অফিস চত্বর পুলিশি নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে।

এদিন বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচীতে সমিল হন বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি নির্মল দাম, সাধারন সম্পাদক বিশ্বজিৎ লাহিড়ী সহ অন্যান্য জেলা নেতৃত্ব। কয়েকশো বিজেপি কর্মী সমর্থক দলীয় নেতা অর্জুন সিংয়ের উপর হামলার প্রতিবাদে সোমবার উত্তর দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। প্রসঙ্গত, রবিবার তৃণমূল- বিজেপি সংঘর্ষে রনক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল উত্তর ২৪ পরগনার শ্যামনগর, জগদ্দল ও কাঁকিনাড়া এলাকায়। সংঘর্ষে মাথা ফেটে যায় ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংয়ের। মাথায় সাতটি সেলাই পড়ে তাঁর। কলকাতার অ্যাপেলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন অর্জুন সিং। বিজেপির অভিযোগ, পুলিশের লাঠির আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছেন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। এরই প্রতিবাদে সোমবার রাজ্যজুড়ে প্রতিটি জেলা পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। এরই অঙ্গ হিসেবে উত্তর দিনাজপুর জেলা বিজেপি পক্ষ থেকে রায়গঞ্জ কর্নজোড়ায় জেলা পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।

প্রধানমন্ত্রীর চা বিক্রির জায়গাটিকে পর্যটন কেন্দ্রে গড়ে তুলবে গুজরাট সরকার

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চা বিক্রেতা থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। সাধারণ জীবনযাপন থেকে ক্ষমতার শীর্ষ হয়ে ওঠার এই পথকে কুর্ণিশ জানিয়েছে গোটা বিশ্ব। ছোটবেলায় যে রেলস্টেশনে চা বিক্রি করতেন নরেন্দ্র মোদী সেই জায়গাটিকে পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন।

শৈশবে গুজরাটের ভাদনগর রেল স্টেশনে চা বিক্রি করতেন নরেন্দ্র মোদী। সেই রেল স্টেশনে থাকা যে চায়ের স্টলটিতে অধিকাংশ সময় কাটাতেন তিনি সেটিকে পর্যটনের মূল আকর্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। ওই চায়ের স্টলের মূল কাঠামোকে অক্ষত রেখে সংস্কারের কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে এসে গোটা বিষয়টি দেখে গিয়েছে পর্যটনমন্ত্রী প্রহ্লাদ প্যাটেল। উল্লেখ করা যেতে পারে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর চা বিক্রির বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি নিজে গরিব ছিলেন বলেই সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা অনুভব করতে পারেন। পাশাপাশি কংগ্রেসের নিন্দায় মুখর হয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি চা বিক্রি করতেন এবং গরিব ছিলেন বলেই কংগ্রেস তাঁকে পছন্দ করে না।

সোমবার রাজধানীতে খুঁটি পূজোর আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

কাশ্মীরে অস্থিরতা তৈরি করতে বড় ছক কষেছে পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) কাশ্মীরে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে বড় ধরণের ছক কষেছিল ইসলামাবাদ। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরে আটক হওয়া দুই পাকিস্তানি জঙ্গি খালিল আহমেদ এবং নাজিম খোকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এমনই জানতে পারা গিয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

৩৭০ ধারা অবলুপ্তির পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করার পর থেকে সেখানে পরিস্থিতি অস্থির করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে পাকিস্তান। দুই পাকিস্তানি জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে যে সে দেশের সেনাবাহিনী জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরে মোতায়েন থাকা নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের লস্কর-ই-তৈবা ক্যাম্প থেকে এই সকল জঙ্গিরা উপত্যকায় প্রবেশের চেষ্টা করছে। লস্কর-ই-তৈবার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাত আফগান জঙ্গিদের খালিল আহমেদ এবং নাজিম খোরাক ভারতে প্রবেশ করেছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা তাঁদের গ্রেফতার করেছে। নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলা চালানোর জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে প্রায় তিন দশক ধরে জঙ্গিদের মদতে ছায়া যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান।

পাথারকান্দির ইচাবিলে এবিভিপি-র নতুন শাখা কমিটি গঠিত

পাথারকান্দি (অসম), ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যেগে সোমবার পাথারকান্দি মহকুমার লোয়াইরপোয়া এলাকার ইচাবিল এইচএস স্কুলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে প্রথমবার বিদ্যার্থী বিকাশ শিবিরের মাধ্যমে এবিভিপি-র নতুন ইচাবিল শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

শিবিরে প্রায় অর্ধশতাধিক এবিভিপি কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিদ্যার্থী পরিষদের বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন অসম প্রদেশ কার্যনির্বাহী সদস্য সুরজকুমার কানু-সহ করিমগঞ্জ জেলা সহ-সংযোজক প্রদীপ দেবনাথ, শিক্ষক ঘনশ্যাম কৈরি ও টিকেন্দ্রজিত সিংহ। পরিষদের বৌদ্ধিক ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন সুরজকুমার কানু। এছাড়া সংস্থার সক্রিয় শাখা এবং কর্মপদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করেন ঘনশ্যাম কৈরি। প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন টিকেন্দ্রজিত সিংহ।

এদিন ইচাবিল শাখার নতুন সভাপতি পদে ঘনশ্যাম কৈরি ও সম্পাদক পদে কুনাল চন্দকে মনোনীত করা হয়েছে। এর পর বন্দেমাতরম সংগীতের মাধ্যমে শিবিরের সমাপ্তি হয়।

জৈন সাধুকে ব্যঙ্গ সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি বিশাল দদলানির

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জৈন সন্ন্যাসী তরুণ সাগরকে ব্যঙ্গ করে টুইট করার জন্য অভিযুক্ত সঙ্গীতশিল্পী বিশাল দদলানি এবং তেহসিন পুনাওয়ালার ওপর পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের নির্দেশ স্থগিত করল সুপ্রিম কোর্ট। পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতে আবেদন করেছিলেন তেহসিন পুনাওয়ালা এবং বিশাল দদলানি।

অভিযুক্তদের ১০ লক্ষ টাকা করে জরিমানা দেওয়ার পঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টের নির্দেশকে এদিন স্থগিত করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রোহিনটন নরিম্যান ও সূর্য কান্তের বেঞ্চ এই আবেদনে নোটিশ জারি করে এবং জরিমানার নির্দেশকে স্থগিত করে। জৈন সন্ন্যাসী তরুণ সাগরকে ব্যঙ্গ করে টুইট করার জন্য পরে অবশ্য ক্ষমাও চান সঙ্গীতশিল্পী।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অর্থ তছরুপ মামলা : ইডি অফিসে হাজিরা দিলেন ডি কে শিবকুমার

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দিল্লিতে ইডি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট (ইডি)-এর হেডকোয়ার্টারে হাজিরা দিলেন অর্থ তছরুপ মামলায় অভিযুক্ত কংগ্রেস নেতা ডি কে শিবকুমার। ইতিমধ্যেই ইডি অফিস পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। অর্থ তছরুপ মামলায় সিনিয়র কংগ্রেস নেতা এবং কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী ডি কে শিবকুমারের বিরুদ্ধে নতুন সমন জারি করে দিল্লিতে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। তদন্তের স্বার্থে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ইডি দফতরে হাজিরা দিলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মন্ত্রী।

আয়ের অতিরিক্ত সম্পত্তি মামলায় কর্ণাটক হাইকোর্টে গত বৃহস্পতিবার নিজের বিরুদ্ধে জারি হওয়া সমনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শিবকুমারের আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ার পর গত শুক্রবার ফের নতুন করে সমন জারি করে ইডি। এরপর গত শনিবার ইডি দফতরে হাজিরা দেন ডি কে শিবকুমার। এই মামলায় অন্যান্য অভিযুক্তরা হলেন শচীন নারায়ণ, অঞ্জনেয়া হাউমানথাইয়া এবং এন রাজেন্দ্র। কর বিভাগের অভিযোগ, শচীন নারায়ণ, শিবকুমারের ব্যবসায়িক অংশীদার এবং শর্মা ট্রান্সপোর্টসের স্বত্বাধিকারী, যা বিলাসবহুল এবং যাত্রীবাহী বাস চালায় এবং ভাড়া ভিত্তিতে পরিবহন পরিষেবা দিয়ে থাকে। অভিযোগে বলা হয়েছে, অঞ্জনেয়া হাউমানথাইয়া নয়াদিল্লির কর্ণাটক ভবনের একজন কর্মচারী, যিনি দিল্লিতে ডি কে শিবকুমারের হিসাবহীন নগদ সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য দায়ী এবং এন রাজেন্দ্র, কর্ণাটক ভবনের তত্ত্বাবধায়ক এবং শিবকুমার ও শর্মার অস্থাবর সম্পত্তি দেখাশোনা করার পাশাপাশি শর্মার হয়ে কাজ করেন। কর বিভাগের অভিযোগ, এই পাঁচ অভিযুক্তই কর ফাঁকির ষড়যন্ত্র করেছিল।

দিগ্বিজয়ের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে সোনিয়াকে ক্ষমা চাইতে বলল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিজেপি এবং বজরঙ দলের বিরুদ্ধে দিগ্বিজয় সিং-এর আপত্তিজনক মন্তব্যের জন্য কংগ্রেস সভানেত্রীকে ক্ষমা চাইতে বলল বিজেপি।

সোমবার রাজধানী দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সম্বিদ পাত্র জানিয়েছেন, আইএসআই সঙ্গে একই পঙতিতে বসানোর জন্য কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর ক্ষমা চাওয়া উচিত। দিগ্বিজয় সিং-এর কাছে জাকির নায়েক হচ্ছেন শান্তির দূত এবং বিজেপি হচ্ছে গুপ্তচর।

কংগ্রেসকে হিন্দু বিরোধী আখ্যা দিয়ে সম্বিদ পাত্র জানিয়েছেন, সাম্প্রদায়িকতার জিগির তুলে দেশকে ভাগ করার কাজ করে গিয়েছে কংগ্রেস। শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস দলে বর্তমানে একাধিক নেতাকে দেশ বিরোধী আখ্যা দিয়ে সম্বিদ পাত্র জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী, মণিশঙ্কর আইয়ার, অধীর রঞ্জন চৌধুরী, সলমন খুরশিদ, দিগ্বিজয় সিং, স্যাম পিত্রোদা, গুলাম নবি আজাদের মতো কংগ্রেসের নবরত্নেরা দেশের বিরুদ্ধে কাজ করছে। এই সকল নেতাদের বক্তব্যগুলিকে ব্যবহার করছে পাকিস্তান। কংগ্রেস নেতারা পাকিস্তানকে অক্সিজেন জুগিয়ে চলেছে।

গেরুয়া সন্ত্রাস শব্দবন্ধটি যে কংগ্রেস সরকারের আমলে তৈরি করা হয়েছিল তা মনে করিয়ে দিয়ে সম্বিদ পাত্র জানিয়েছেন, সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর উপস্থিতিতে যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার শিন্ডে ছিলেন তখন তিনি দাবি করেছিলেন যে আরএসএস জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে শনিবার কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা দিগ্বিজয় সিং জানিয়েছিলেন যে, আইএসআই থেকে টাকা নিয়েছে বজরঙ্গ দল এবং বিজেপি। মুসলমানদের থেকেও এই অমুসলমান দলগুলি পাকিস্তানের আইএসআই-র হয়ে চরবৃত্তি করে চলেছে। এর পাল্টা রবিবার মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানিয়েছেন, তাঁর (দিগ্বিজয় সিং) মন্তব্যের কোনও মূল্য নেই।

পুলিশের লাঠিচার্জ

পাচের পাতার পর

কোথাও দেখা যায়নি পুলিশ লাঠি চালাচ্ছে। পুলিশ যে ভাবে কাজ করেছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদমাধ্যমে দেখা গিয়েছে, কারা পুলিশের উপর পাথর ছুড়ছে।"

যদিও আহত বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং বারবারই দাবি করে এসেছেন, ইঁটের ঘায়ে নয়, পুলিশের লাঠির আঘাতে মাথা ফেটেছে তাঁর । এমনকি এদিন এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীকেও কাঠগড়ায় তুলে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন বিজেপির অন্যতম নেতা মুকুল রায় ঊ এদিন মুকুল রায় বলেন, "অবিলম্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করতে হবে। অর্জুন সিংকে তিনিই খুন করতে চেয়েছিলেন কাল।" এদিনের এই পুরো বিষয়টিকে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই আশ্বাস দেন এডিজি আইনশৃঙ্খলা জ্ঞানবন্ত সিং ঊ তিনি বলেন, " রবিবারের ভিডিও ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রত্যেককে গ্রেফতার করা হবে।"

অন্যদিকে, এদিন আহত বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং-কে দেখতে সোমবার অ্যাপোলো হাসপাতালে যান রাজ্যপাল জগদীপ ধনকার। তাঁর অবস্থা এখন কিছুটা স্থিতিশীল বলেও এদিন জানায় হাসপাতাল কতৃপক্ষ ঊ এদিন হাসপাতালে আক্রান্ত বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিংকে দেখে বেরিয়ে বললেন রাজ্যপাল বলেন, "রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক থাকা প্রয়োজন। রাজ্যে যা ঘটছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। সাংসদের ওপর এধরনের হামলা নিন্দনীয়। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে বিষয়টি জানাবেন বলে জানান রাজ্যপাল। তবে শুধু সাংসদের ওপর হামলা নয়, যেভাবে রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে সাংবাদিক, শিক্ষকরাও হামলার মুখে পড়ছেন, এদিন তার তীব্র নিন্দা করেন তিনি। রাজ্যপাল বলেন, "রাজ্যের উচিত উন্নয়নের দিকে নজর রাখা। কিন্তু রাজ্যে ক্রমেই আইন শৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে।" এদিন রাজ্যপালের এই মন্তব্য যথেষ্ট তাতর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এছাড়াও এদিন অর্জুন সিং-এর সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করতে যান কৈলাশ বিজয়বর্গীয়, মুকুল রায় প্রমুখ বিজেপি-র নেতৃবৃন্দ। এদিন রাজ্যের ২৩ টি জেলায় পুলিশ সুপারের অফিস ঘেরাও ছাড়াও তৃণমূলের লাগাম ছাড়া সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সোমবার থেকে শ্যামবাজার পাঁচমাথা মোড়ে তিন দিনের অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে বিজেপি। আজ এই কর্মসূচির সূচনা করেন বিজেপির নির্বাচণ কমিটির আহ্বায়ক মুকুল রায়। এদিন বিজেপির সাধারণ সাধারন সম্পাদক সায়ন্তন বসু কলকাতায় বলেন, "শুধু সন্দেশখালি নয়।

ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

মৃদুল কান্তি সরকার ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। প্রসঙ্গত, আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিজেপি বিধায়ক দীলিপ সরকারের অকাল মৃত্যুতে এই কেন্দ্রের উপনির্বাচন হচ্ছে।

শহর

● প্রথম পাতার পর

ফলে, নিত্যযাত্রীদের পাশাপাশি মন্ত্রী-বিধায়করাও বিকল্প পথ ধরে বিধানসভায় গিয়েছেন।

কমিশনার

তিনের পাতার পর

করে যাচ্ছে। এতে পুলিশের ওপর কেউ ুদ্ধ থাকতে পারে ।সম্প্রতি এসব হামলার ঘটনার তদন্তে এই বিষয়গুলোকেও রাখা হয়েছে বলে জানান তিনি।

শনিবারের বোমা হামলার ঘটনায় আইএসের দায় স্বীকার করা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আছাদুজ্জামান মিয়া বলেন, "সন্ত্রাসবাদের সমস্যা বিশ্বব্যাপী সমস্যা। এটা শুধু বাংলাদেশের সমস্যা না। কোনো ঘটনা ঘটলেই বিভিন্ন সাইট থেকে দায় দায়িত্ব স্বীকার করা হয়।"বাংলাদেশের ঘটনায় দায় স্বীকার বিষয়টি কতটুকু সত্য, আদৌ যোগাযোগ আছে, নাকি এটি অভ্যন্তরীণ কোনো প্রচারণা বা কোনো ধরনের ষড়যন্ত্রের অংশ, এটা তদন্ত সাপে।"এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে দেশে যেমন কাজ হচ্ছে এবং তেমনি দেশের বাইরে থেকে সহযোগিতা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, বলেন পুলিশ কমিশনার।

রাজ্যে বহু

● প্রথম পাতার পর

বিরোধীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী সাব্রুমের মনুবাজারে আয়োজিত জনতার দরবারের কথা উল্লেখ করে বলেন, সেখানে ৮টি খুনের ঘটনায় ন্যায় চেয়ে মানুষ এসেছিলেন। একটি খুনের ঘটনা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সন্ধ্যায় ঘটনা ঘটলেও কোন মামলা হয়নি। তিনি বলেন, একটি কমিটি ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে। সবগুলি মামলাই পুনরায় তদন্ত করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখন যে কেউ থানায় গেলে তাঁরা অভিযোগ লিপিবদ্ধ করতে পারেন।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী এদিন দাবি করেন, ত্রিপুরায় সাজার হার অনেক বেড়েছে। তা জাতীয় স্তরের উপরে নিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি অপরাধের ঘটনা শূন্যে নামিয়ে আনতে হবে। সাথে যোগ করেন, ত্রিপুরা সরকার মহিলাদের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর।

শহরে

● প্রথম পাতার পর

অবশেষে, স্থানীয় ওয়ার্ড অফিসের আধিকারিকরা অবরোধস্থলে গিয়ে সমস্ত সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি দেন। তখন অবরোধকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পূরণ না হলে আবারও তাঁরা রাস্তা অবরোধ করবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন।

এদিকে, সকাল ১০টা থেকে আধঘন্টার জন্য রাধানগর এলাকায় ভিআইপি রোডে অবরোধের কারণে অফিসযাত্রীরা মহাসমস্যায় পড়েন। শুধু তা-ই নয়, তীব্র যানজটের ফলে মন্ত্রী-বিধায়কদেরও প্রচণ্ড হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। আজ বিধানসভা অধিবেশনে যাওয়ার সময় যানজটের কবলে পড়ে যান তাঁরাও।ফলে, নিত্যযাত্রীদের পাশাপাশি মন্ত্রী-বিধায়করাও বিকল্প পথ ধরে বিধানসভায় গিয়েছেন।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

কথায়, ওই সময় একই কাজের জন্য দুটি দরপত্র একই সাথে আহ্বান করা হয়। কিন্তু, ওই দুটি দরপত্র ভিন্ন তারিখে খোলা হয়, যা কোনওভাবেই ন্যায়সঙ্গত নয়। তিনি বলেন, পরবর্তীতে দুটি দরপত্র একত্রিত করে পূর্ত দফতর ১৩টি প্যাকেজ সংবলিত ৮৬৬ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা মূল্যের দরপত্রের প্রস্তাব ওয়ার্ক অ্যাডভাইজারি বোর্ডের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠায়। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ওই দরপত্র সম্ভাব্য প্রকল্পের মূল্য ৬৩৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা থেকে ৩৫.৭৩ শতাংশ খরচ সংযোজন হিসেবে বেশি ছিল। কিন্তু, এ-বিষয়ে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে কিছুই উল্লেখ ছিল না।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, প্রস্তাবিত মূল্যের ওপর ১০ শতাংশ বৃদ্ধি বা হ্রাস সম্পর্কিত মূল্য পরিবর্তনের বিষয়েও মন্ত্রিসভার অনুমোদন নেওয়া হয়নি। অথচ ওয়ার্ক অ্যাডভাইজারি বোর্ডের বৈঠকে পরিচ্ছদটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, ২০০৮ সালের ২৮ নভেম্বর ওয়ার্ক অ্যাডভাইজারি বোর্ডের বৈঠকে মূল্য পরিবর্তন-সহ প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়। পাশাপাশি ওই বৈঠকে পূর্ত দফতরের আবেদনে পদ্ধতিগত ত্রুটির এককালীন ছাড় দেওয়ার বিষয়টিও অনুমোদিত হয়। তাঁর বক্তব্য, সমগ্র বিষয়টি পূর্ত দফতরের জ্ঞাতসারে হওয়া সত্বেও তা মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়নি। এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি রাজ্যের বর্তমান সরকারের নজরে আসার পরই সংগঠিত ওই অনিয়মের ভিজিল্যান্স তদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে ওই অনিয়মের জন্যই ভিজিল্যান্স জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বর্তমান বিরোধী উপ-নেতা বাদল চৌধুরী দাবি করেন, ওই সময় সমস্ত কাজ সঠিক পদ্ধতি মেনেই হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, ভিজিল্যান্স তদন্তে তিনি সবরকম সাহায্য করবেন বলেও জানিয়েছেন।

চিটফান্ডে

● প্রথম পাতার পর

তদন্ত করে চার্জশিট দিয়েছে।

তিনি আরও জানান, বাকি ৭৮টি মামলা রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী সংস্থা (এসআইটি) তদন্ত করছিল। এর মধ্যে চারটি মামলা অন্য তিনটি একই এনবিএফসি-র বিরুদ্ধে হওয়ায় পরবর্তী সময়ে জুড়ে দেওয়া হয়। ফলে অবশিষ্ট মামলার সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৪। তিনি বলেন, পরবর্তী সময়ে রাজ্য সরকার অবশিষ্ট ৭৪টি মামলাই সিবিআই-কে দিয়ে তদন্ত করানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে এর জন্য প্রয়োজনীয় নোটিফিকেশনও ইস্যু করা হয়েছে। এই মামলাগুলি সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, গত ২২ আগস্ট হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে সিবিআই নীতিগতভাবে রোজভ্যালি গ্রুপ অব কোম্পানির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত তিনটি মামলার তদন্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এদিকে সুধাংশুবাবুর অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, আমানতকারীদের গচ্ছিত ফেরাতের ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। তার কথায়, চিটফান্ড সংস্থা গুলির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে আমানতকারীদের গচ্ছিত অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

জমাতিয়া। অপর মামলা করেছেন তিনজন মিলে। এঁরা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা, প্রাক্তন জঙ্গি সংগঠন টিএনভি নেতা তথা ইন্ডিজেনাস পিপলস ফ্রন্ট অব তিপ্রা (আইএনপিটি)-র সভাপতি বিজয়কুমার রাংখল এবং অপর এক প্রাক্তন জঙ্গি এটিটিএফ নেতা রঞ্জিত দেববর্মা। এনআরসি নিয়ে তৃতীয় ও শেষ মামলাটি করা হয়েছে একটি এনজিও-র তরফে।

এখন দেখার বিষয়, দেশের সর্বোচ্চ আদালত এ-বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয় এবং এই ইস্যুতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারই বা কী অভিমত ব্যক্ত করে।

ছাত্র

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে তাকে নিয়ে আসা হয় কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে তাকে দ্রুত রেফার করা হয় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে। কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ঘটনার সংবাদে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য ত্রিপুরা এবং আসাম থেকে দুটি মাদ্রাসার চারজন ছাত্র নিখোঁজ হয়েছিল। এর মধ্যে ত্রিপুরার দুই ছাত্র ইতিমধ্যেই বাড়ি ঘরে ফিরে এসেছে। সোমবার অজ্ঞান অবস্থায় এক ছাত্রকে উদ্ধার করা হলেও নিখোঁজ অপর এক ছাত্রের কোনো হদিশ মেলেনি। তার ভাগ্যে কী ঘটেছে তা এখনও কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারছে না। ১১দিন ধরে নিখোঁজ অপর ওই ছাত্রের নাম জুয়েল আহমেদ। তার বাড়ি উত্তর ত্রিপুরা জেলার কুর্তির রাজনগর এলাকায়। ট্রেন থেকে অজ্ঞান অবস্থায় এক মাদ্রাসা ছাত্রকে উদ্ধারের পর নিখোঁজ অপর এক ছাত্রের ভাগ্য নিয়ে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। কোন চক্র এই ঘটনার নেপথ্যে জড়িত রয়েছে তানিয়ে সন্দেহ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। ত্রিপুরা এবং অসম পুলিশ এনিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছে।

ব্যক্তি

● প্রথম পাতার পর

খুব দ্রুতগতিতে চলছিলো, আর চালকের অসাবধানতার কারণেই গাড়িটি জাতীয় সড়ক থেকে ছিটকে গিয়ে রাস্তার পাশে থাকা বিদ্যুতের খুটিতে সজোরে ধাক্কা দেয়। এনিয়ে লোকজনের মনে নানা প্রশ্ন জাগছে।

সকলের মনে একটাই প্রশ্ন উকিঝুঁকি মারছে গাড়ি চালক হিরেন্দ্র দেববর্মা আদৌও কি সুস্থ অবস্থায় ছিলো ? উনার এই ধরনের অসাবধানতার কারণে আরো বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারতো বলে অভিমত ব্যক্ত করছেন শান্তিরবাজারের লোকজন। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এখন দেখার বিষয় ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তে পুলিশ কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে পুলিশ।

উপমুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

টিটিএএডিসি), খাদ্য ও গণবন্টন দফতরের অধিকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দফতরের অধিকর্তা, সকল মহকুমাশাসক-সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দফতর এই আদেশ বলবৎ করার দায়িত্বে রয়েছেন।

তিনি জানান, ২০১৮ সালে ত্রিপুরা সরকার প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বিক্রয়, মজুত ও রফতানিকারীদের জরিমানা পূর্বনির্ধারিত পরিমাণ থেকে বৃদ্ধি করে সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা, সর্বোচ্চ ৩,০০০ টাকা এবং ব্যবহারকারীদের ১০০ টাকা ধার্য করেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধি, ২০১৬-কে কার্যকর করতে নগরোন্নয়ন দফতরের প্রধানসচিবের সভাপতিত্বে রাজ্যস্তরীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা বলবত করার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকগণের সভাপতিত্বে গঠন করা হয়েছে জেলাস্তরের তদারকি কমিটি। তিনি বলেন, রাজ্যের প্রায় প্রতিটি বাজার কমিটির সাথেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা সভা করা হচ্ছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত দফতর ও আধিকারিকগণের উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন বাজারগুলিতে অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে নিষিদ্ধ প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং প্রায় ২.৪৩ লক্ষ টাকা জরিমানা হিসেবে আদায় করা হয়েছে।

তিনি বলেন, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে। রাজ্যে প্রায় ১, ১০০ ইকোক্লাবের ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার না করার জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি চলছে। বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমেও পথনাটিকা ও অন্যান্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্ব-সহায়ক দলের প্রতিনিধিদের সাথে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের বিকল্প হিসেবে কাগজের ঠোঙা ও চটের ব্যাগ তৈরির প্রশিক্ষণ বিষয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

তাঁর মতে, রাজ্যে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ক্যারিব্যাগের বিরুদ্ধে কার্যকরী অভিযান, জনগণকে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের আইনি বিধান সম্পর্কে অভিহিত করা এবং সমগ্র রাজ্যে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ২০১৬ বিধানকে সম্পর্ণরূপে কার্যকরী করতে হবে। জেলাশাসকের সভাপতিত্বে গঠিত প্রতিটি জেলাস্তরীয় কমিটিকে এই বিষয়ে সমন্বয় স্থাপন, কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পর্যবেক্ষণ করতে হবে। তিনি বলেন, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ সম্পর্ণ নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপকে কার্যকরী করার জন্য বিভিন্ন বাণিজ্যিক কর / চেকপোস্টের পাশাপাশি ইন্দো-বাংলাদেশ এবং অন্যান্য স্থানে প্লাস্টিক আমদানির ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের বিকল্প হিসেবে কাপড়ের ব্যাগ, পাটের ব্যাগ, কাগজের ব্যাগ ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে এবং বিভিন্ন স্ব-সহায়ক দল, সেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিয়ে এই সব উপকরণ বাজারে যাতে সহজ লভ্য হয় সেই বিষয়ে আলোচনা করতে হবে। রাজ্যের সবগুলি ইকোক্লাবকে এক্ষেত্রে আরও সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের প্লাস্টিক জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার থেকে বিরত থাকার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

অসম্ভব

● প্রথম পাতার পর

সম্ভাবনা থাকে।

তখন ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য সুদীপ রায়বর্মন বলেন, সমগ্র শিক্ষা প্রকল্পে বর্তমানে যাঁরা চুক্তিবদ্ধ শিক্ষকতা করছেন তাঁদের নিয়োগপত্র ২০১০ সালের ২৩ আগস্টের আগে দেওয়া হয়েছে। ফলে, তাঁদের টেট পরীক্ষা দেওয়ার কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে বলে তিনি মনে করেন না। তাছাড়া, তিন বছর ধরে তাঁদের কোন বেতন বৃদ্ধি হচ্ছে না। তাই, অন্তত ১.৮৬ এর বদলে ২.২৫ বেতনক্রম প্রদান করা উচিত বলে দাবি করেন তিনি। এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী ত্রিপুরার আর্থিক পরিস্থিতি মনে করালেন। সাথে যোগ করেন, প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থের সংস্থানের জন্য সচিব পর্যায়ে অফিসার পাঠিয়ে কেন্দ্রের সাথে দরবার করা হচ্ছে। অর্থের সংস্থান হলেই তাঁদের রাজ্যের সরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের ন্যায় বেতনক্রম চালু করা হবে ।

এদিকে, ত্রিপুরার সমস্ত বিদ্যালয়ে কম্পিউটার শিক্ষা প্রদানে বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে কম্পিউটার ভাড়া এবং পড়ানোর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ । তিনি জানান, ত্রিপুরায় ৪০০টি বিদ্যালয়ে ৭৫টি কম্পিউটার চুরি হয়ে গিয়েছে । তাই, এখন নতুন করে কম্পিউটার ক্রয় করবে না দফতর ।

শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত না হওয়া ১৭৯টি বিদ্যালয়, সাথে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের মঞ্জুরি কমিশনের মঞ্জুর ৭৪টি বিদ্যালয়ে একত্রে আইসিটি প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে ।

বিধানসভায়

● প্রথম পাতার পর

মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের কথায়, আত্মহত্যা এক প্রকার মানসিক ব্যাধি। আর্থিক অনটন, পারিবারিক অশান্তি, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া কিংবা প্রেমে আঘাত পেয়ে মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। ফলে, এই সমস্যা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা খুবই জরুরি হয়ে উঠেছে।

আজ বিধানসভায় বিধায়ক রতনকুমার ভৌমিকের অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গোমতি জেলায় অতীন্দ্র রিয়াং এবং শান্তিরবাজারে রাকেশ ধরের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা খুন নাকি আত্মহত্যা এ-সংক্রান্ত তথ্য এখনই তাঁর কাছে নেই। তবে, তিনি তা সংগ্রহ করে বিধানসভাকে অবগত করাবেন বলে জানিয়েছেন।

সংগঠনগুলিকে

● প্রথম পাতার পর

তিনি জানান, দলের ৬০টি ব্লক কমিটিকে প্রতিমাসে দেওয়া হবে ৫, ০০০ টাকা করে। তাছাড়া জেলা কমিটিকে ১০,০০০ টাকা, মহিলা কংগ্রেসকে ২৫,০০০ টাকা, এনএসইউআইকে ২৫,০০০ টাকা, যুব কংগ্রেসকে ২০,০০০ টাকা দেওয়া হবে প্রতি মাসে। সেই সাথে আদিবাসী কংগ্রেস, এসসি সেল, ওবিসি সেল প্রভৃতি অঙ্গ সংগঠনকে দেওয়া হবে প্রতিমাসে ১৫,০০০ টাকা করে। পিসিসি সভাপতি জানিয়েছে, সমস্ত জেলা ও ব্লক কমিটিকে অবিলম্বে ব্যাঙ্ক একাউন্ট খুলতে হবে দ্রুত। ১লা আগস্টের হিসাব ধরে এই টাকা বরাদ্দ করা হবে।

শিক্ষিকা

● প্রথম পাতার পর

কর্তৃপক্ষ। পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসলেও দাবিতে অনড় ছাত্রছাত্রীরা। তাদের আরও অভিযোগ, স্কুল চলাকালীন সময়ে প্রকাশ্যে ধূমপান করেন একাংশ শিক্ষক। আপত্তি তোলেন শিক্ষিকাদের বেসভূষা নিয়েও। অপরদিকে প্রধান শিক্ষিকা জানান, গার্ডিয়ান মিটিংয়ে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ঘটনায় এক ছাত্র প্রধান শিক্ষিকাকে হুমকিও দিয়েছে বলে অভিযোগ।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

কারণে আটকে গেছে মৃতদেহ ময়না তদন্ত এর কাজ। নিহতের পরিবারের মধ্যে তৈরি হয়েছে আশঙ্কা। এই ষাটোর্ধ কালামিয়া উড়াংকে কে বা কারা এভাবে রাতের আধারে নৃশংসভাবে হত্যা করলো তার সঠিক কোন ব্যাখ্যা দিতে পারছেন না অতত্রামীয়স্বজন থেকে স্থানীয়রা। ইরান থানার দায়সারা মনোভাবে ক্ষোভ বাড়ছে নিহতের আত্মীয় পরিচয় ও স্থানীয়দের মধ্যে।

যাত্রীর

● প্রথম পাতার পর

হাতটি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে ছিটকে পড়ে রাস্তায়। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ছুটে যায়। সেখান থেকে মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় জিবি হাসপাতালে। দেহ থেকে হাত পৃথক হয়ে যাওয়া মহিলা বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আমতলি থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করেছে। অসাবধানতার কারণেই ঘটনাটি ঘটেছে।

মেসি ও রোনাল্ডোর সঙ্গেই ২০১৯ ফিফার বর্ষসেরা দৌড়ে ভ্যান ডিক

জুরিখ, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এবার ইউরোপের গন্ডি ছাড়িয়ে ফিফার দ্য বেস্ট'র ফাইনাল ল্যাপেও পৌঁছে গেলেন ডাচ ডিফেন্ডার ভার্জিল ভ্যান ডিক। লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গেই ২০১৯ ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলারের দৌড়ে সামিল হলেন লিভারপুলের এই সেন্টার ব্যাক।

লিভারপুলের হয়ে গত মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দুরন্ত পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেয়েছেন। মোনাকোয় মেসি-রোনাল্ডোকে টপকে উয়েফা বর্ষসেরা ফুটবলারের সম্মান উঠেছে জুর্গেন ক্লপের অন্যতম প্রিয় ছাত্র ভ্যান ডিকের হাতে।

উল্লেখ্য, গত মরশুমে বার্সেলোনার জার্সি গায়ে ৫০ ম্যাচে ৫১ গোল এসেছিল লিও মেসির পা থেকে। পাশাপাশি কাতালান ক্লাবের লা-লিগা খেতাব জয়ে সিংহভাগ ভূমিকা ছিল আর্জেন্তাইন সুপারস্টারের। পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন নতুন ক্লাব জুভেন্তাসের সিরি-'এ' খেতাব জয়ে। একইসঙ্গে দেশের জার্সিতে জয় করেছেন উয়েফা নেশনস লিগ। বর্ষসেরা ফুটবলার হিসেবে বিগত বছরগুলোর মত তালিকায় স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে দুই মহাতারকার নাম। পাশাপাশি তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে এবার বর্ষসেরার দৌড়ে জায়গা করে নিলেন ২০১৮-১৯ লিভারপুলের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের অন্যতম নায়ক ভ্যান ডিক।

মেসি-রোনাল্ডোকে টপকে ২০১৮ ফিফার বর্ষসেরার সম্মান ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ক্রোয়েশিয়ার লুকা মদ্রিচ। বিশ্বকাপ ও রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে ২০১৭-১৮ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অনবদ্য পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। তবে চলতি বছর প্রথম দশেও জায়গা করে নিতে পারেননি তিনি। চূড়ান্ত তিন ফুটবলারের মধ্যে থেকে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর ঘোষিত হবে বর্ষসেরার নাম।

সেরা ফুটবলারের পাশাপাশি সেরা কোচের দৌড়ে রয়েছেন তিন প্রিমিয়র লিগের কোচ। তালিকায় রয়েছেন লিভারপুলকে ইউরোপ সেরা করা জুর্গেন ক্লপ, গত মরশুমে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে ত্রিমুকুট দেওয়া পেপ গুয়ার্দিওলা ও টটেনহ্যাম কোচ মৌরিসিও পোচেত্তিনো। সেরা গোলরক্ষকের দৌড়ে লিভারপুলের অ্যালিসন বেকারের সঙ্গে রয়েছেন ম্যান সিটির এডেরসন ও বার্সেলোনার টার স্টিগেন। সতীর্থ অ্যালেক্স মরগ্যান, ইংরেজ ফরোয়ার্ড লুসি ব্রোঞ্জের সঙ্গে বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলার হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মেগান র‍্যাপিনো।

দ্রুততম ৫০টি উইকেট শিকারের নজির গড়লেন পন্থ

কিংস্টন, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ক্যারিবিয়ানে দ্বীপপুঞ্জে ফের ভারতের সামনে টেস্ট সিরিজ জয়ের হাতছানি। ২০১৬ পর বিরাট কোহলির নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে টেস্ট জিততে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। তবে এই সন্ধিক্ষণের আগেই সাবাইনা পার্কে মহেন্দ্র ধোনির রেকর্ড ভেঙে নজর কাড়লেন দলের উইকেটরক্ষক ঋষভ পন্থ। রবিবার কিংস্টনের সাবাইনা পার্কে টেস্টের তৃতীয় দিনে টেস্ট ক্রিকেটে ভারতীয় উইকেটকিপারদের মধ্যে দ্রুততম ৫০টি উইকেট শিকারের নজির গড়েন পন্থ।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে ইশান্ত শর্মার বলে ক্রেগ ব্রেথওয়েটের সহজ ক্যাচ তালুবন্দি করতেই টেস্টে উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে ৫০ তম শিকার করেন ঋষভ পন্থ। তাও কেরিয়ারের ১১ নম্বর টেস্টে। টেস্টে মহেন্দ্র সিং ধোনি উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে ৫০ উইকেট শিকার করেছিলেন ১৫টি টেস্টে। আর এখানেই ধোনিকে টেক্কা দিলেন পন্থ। একই সঙ্গে ভারতীয় উইকেটকিপারদের মধ্যে টেস্টে দ্রুততম ৫০টি শিকারের নজির ঋষভ পন্থের।

গত ডিসেম্বরে অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক টেস্টে উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে ১১টি ক্যাচ নিয়ে বিশ্বরেকর্ড করেন ঋষভ পন্থ। পন্থের পাশাপাশি এই রেকর্ড রয়েছে ইংল্যান্ডের জ্যাক রাশেল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার এবি ডিভিলিয়ার্সের দখলে।

নেই ব্যক্তিগত স্কিলের ঝলকানি, হল না গোল, হতাশই করল মরশুমের প্রথম ডার্বি

লন্ডন।। আল আমনার মতো ভারত-কাঁপানো ফুটবলার শনিবার রাতে বলেছিলেন, ""এ তো স্প্যানিশ ডার্বি।"" ভুল কিছু বলেননি ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার। ইস্ট-মোহনের কোচ স্পেনের। বিদেশিরাও দাভিদ ভিয়া-আন্দ্রেজ ইনিয়েস্তার দেশের। শেষমেশ মরশুমের প্রথম ডার্বি ঢলে পড়ল ড্রয়ের কোলে। না জিতল ইস্টবেঙ্গল, না জিতল মোহনবাগান। দেখা গেল না চোখধাঁধানো ফুটবল। কারোর খেলাতেই দেখা গেল না ব্যক্তিগত স্কিলের ঝলকানি। অথচ মরশুমের প্রথম ডার্বির জন্য তো তৈরিই ছিল যুবভারতী। ভরা স্টেডিয়াম। দু" দলের ভক্তদের গগনভেদী চিতার। সবই ছিল। তবুও তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতে পারলেন কোথায় সমর্থকরা !অতীতে বাঙালির চিরআবেগের বড় ম্যাচে ব্যক্তিগত স্কিলের বিচ্ছুরণ দেখা গিয়েছে অসংখ্য বার। ছোট ছোট পাসে আক্রমণ তৈরি হয়েছে। কিন্তু, গভীর ভাবে দেখলে কার্যকারিতা কম !অতীতে বাঙালির চিরআবেগের বড় ম্যাচে ব্যক্তিগত স্কিলের বিচ্ছুরণ দেখা গিয়েছে অসংখ্য বার। মজিদ বাসকর, চিমা ওকোরি, কৃশানু দে, হোসে রামিরেজ ব্যারেটো, ওডাফা ওকোলি বা হালফিলের সনি নর্দের পা বহু বড় ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিয়েছিল। গতবারের কলকাতা লিগের বড় ম্যাচে চার-চারটি গোল হয়েছিল। দু" গোলে পিছিয়ে থেকে দারুণ ভাবে ম্যাচে ফিরে এসেছিল ইস্টবেঙ্গল। এ দিন সেই নাটকীয়তা কোথায়! অবশ্য এক বছর আগের পরিস্থিতি আর আজকের পরিস্থিতি এক নয় !রবিবারের বড় ম্যাচে ব্যক্তিগত স্কিলের ঝলক দেখা গেল না !ডিফেন্স চেরা পাসও নেই। নেই একটাও দুরন্ত শট বা দুরন্ত হেড। সুযোগ সে রকম তৈরিহল না। মাত্র এক বারই গোল করার মতো জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন মোহনবাগানের ভিপি সুহের। ইস্টবঙ্গলের জালে বল জড়ানোর পরিবর্তে তিনি তা তুলে দেন লাল-হলুদ গোলকিপার রালতের হাতে। সেই সুযোগ সুহের কাজে লাগাতে পারলে এ দিন স্কোরলাইন অন্যরকম হতেও পারত। বাগান কোচ কিবু ভিকুনা প্রথমবার ডার্বিতে নেমে জয়ের স্বাদ পেতেন। তাঁর অগ্রজ আলেয়ান্দ্রো মেনেন্দেজ আগেই ডার্বি জিতেছেন। এ বার জিতলে তিনি ডার্বি জয়ের হ্যাটট্রিক করতে পারতেন। ইস্টবঙ্গল কোচ এই ম্যাচের আবেগ জানেন। তিনি খুব ভালই জানেন, এই ধরনের ম্যাচ নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল। ঠিক ফুটবলারকে ঠিক জায়গায় ব্যবহার করায় তিনি সিদ্ধহস্ত। তাই তো জবি জাস্টিন বলেন, ""আলেয়ান্দ্রোর কোচিংয়ে খেলতে স্বচ্ছন্দ বোধ করতাম।"" জবির থেকে সেরাটা বের করে এনেছিলেন আলেয়ান্দ্রো।

হ্যাটট্রিক-সহ ৬ উইকেট নিয়ে বিধ্বংসী বুমরাহ, কিংস্টন টেস্টে কোণঠাসা ওয়েস্ট ইন্ডিজ

লন্ডন।। যশপ্রীত বুমরাহের হাত ধরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে চালকের আসনে ভারত। হ্যাটট্রিক-সহ ৬ উইকেট নিয়ে সাবাইনা পার্কের টেস্ট জমিয়ে দিলেন বুমরাহ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন ৩২৯ রানে পিছিয়ে। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৭ উইকেটে ৮৭ রান করে এখন ধুঁকছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।ভারতের ৪১৬ রানের জবার দিতে গিয়ে মাত্র ১৩ ওভারেই ৫ উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সবকটি উইকেট তুলে নেন যশপ্রীত বুমরাহ। এর ফলে পরপর ২ টেস্টে ৫টি উইকেট পেলেন তিনি। ভারতীয় হিসেবে তিনি একটি রেকর্ডও করে ফেললেন তিনি। তিনিই তৃতীয় ভারতীয় যিনি টেস্টে হ্যাটট্রিক করলেন। এর আগে এই রেকর্ড ছিল ইরফান পাঠান ও হরভজন সিংয়ের। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইনিংসের নবম ওভারে বুমরাহ তুলে নেন ব্রাভো, ব্রুকস ও চেসের উইকেট।এর আগে ভারত প্রথম দিনে ৫ উইকেট হারিয়ে করে ২৫৪ রান। দ্বিতীয় দিনে জ্যাসন হোল্ডার প্রথম আঘাত হানের ভারতীয় শিবিরে। ২৭ রানে ফিরিয়ে দেন ঋষভ পন্থকে। এরপর রবীন্দ্র জাদেজা যোগ দেন হনুমা বিহারীর সঙ্গে। এই জুটি মাত্র ৩৮ রান যোগ করার পর ১৬ রানের মাথায় ফিরে যান জাদেজা। এরপর ইশন্ত শর্মাকে সঙ্গে নিয়ে দলকে টানাতে থাকেন বিহারী। জীবনের প্রথম সেঞ্চুরিও(১১৭) তুলে নেন সাবাইনা পার্কে।ইশন্ত করে ৫৭ রান। শেষপর্যন্ত ভারত থামে ৪১৬ রানে। তবে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER NO:- 12/EE/PWD(R&B)/AMB/2019-20
D. 27/08/2018

The Executive Engineer, Ambassa Division, PWD(R&B), Ambassa, Dhalai invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Bidders /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 26/09/2019 for the following work:

Sl. NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No :12/EE/PWD(R&B)/AMB/2018-19(2nd call)	Rs12,59,259	Rs12,593.00	02(two)Months	up to 15.00 Hrs on 26/09/2019	At 16.00 Hrs on 27/09/2019	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	DNIe-T No :10/EE/PWD(R&B)/AMB/2018-19(2nd call)	Rs11,54,167.00	Rs. 11,542.00	02(two)Months				
3	DNIe-T No :13/EE/PWD(R&B)/AMB/2018-19(2nd call)	Rs.18,65,270.00	Rs. 18,653.00	02(two)Months				
4	DNIe-T No :10/SE-V/AMB/2018-19(2nd call)	Rs.28,81,412.00	Rs.28,814.00	02(two)Months				
5	DNIe-T No :07/EE/PWD(R&B)/AMB/2019-20	Rs. 14,67,925.00	Rs. 14,680.00	03(three)Months				

For futher details please contact to the Office of the undersigned.

ICA-C/1002/19-20

Executive Engineer Ambassa Division, PWD(R&B), Ambassa, Dhalai

PNIT NO: e-PT-II/EE/RD/ABS/2019-20 DATED-30/08/2019

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 20/09/2019 for 02(Two) nos construction of type II Residential Quarter, 01(One) nos of Formation of road work, 01(one) nos of Mechanical earth cutting work, 01(One) nos construction of Kishan shed, 01(One) nos Sinking of SBDTW and 01(One) nos Construction of boundary and gate with GI pipe. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA-C/996/19-20

[Er.U. Palp]
Executive Engineer R.D. Ambassa, Division

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বচ্ছ ভারত অভিযানের জন্য আন্তর্জাতিক মঞ্চে পুরস্কৃত হবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : স্বচ্ছ ভারত অভিযানের জন্য আমেরিকার বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের তরফে পুরস্কৃত হতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরবর্তী আমেরিকা সফরে গিয়ে তিনি এই পুরস্কার গ্রহণ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

সোমবার প্রধানমন্ত্রী দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, উদ্ভাবনী এবং পরিশ্রমী পদক্ষেপের জন্য ফের সম্মানীত হতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গোটা ভারতীয়ের জন্য এটি গর্বের মুহূর্ত। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের জন্য বিল এন্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন তরফ থেকে পুরস্কৃত হতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরবর্তী আমেরিকা সফরে গিয়ে তিনি এই সম্মান গ্রহণ করবেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে খোলা জায়গায় শৌচ কাজ রোধ করার জন্য ২০১৪ সালে স্বচ্ছ ভারত অভিযান প্রকল্প গ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী। ২০১৪ সালের ২রা অক্টোবর এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ২০১৯ সালের মধ্যে খোলা জায়গায় শৌচকর্ম পুরোপুরি রোধের লক্ষ্য রাখা হয়। পাঁচ বছরে ৯ কোটি শৌচগার তৈরির লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছিল এই প্রকল্পের অধীনে।

উল্লেখ করা যেতে পারে মাইক্রসোফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস এবং তাঁর স্ত্রী মেলিন্দা গেটস একটি স্বেচ্ছা সংগঠন গড়ে তোলেন যার নাম রাখা হয় বিল এন্ড মেলিন্দা গেটস ফাউন্ডেশন। এবার এই সংগঠনই পুরস্কৃত করবে প্রধানমন্ত্রীকে। নরেন্দ্র মোদীর এই উদ্যোগকে গোটা বিশ্ব যে কুর্ণিশ জানিয়েছে এই পুরস্কার তারই প্রমাণ।

ফের সন্ত্রাসী হামলা, আফগানিস্তানে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে মৃত্যু ছ'জন নিরাপত্তা রক্ষী-সহ ১০ জনের

কাবুল, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সন্ত্রাসবাদী হামলায় ফের রক্তাক্ত হল আফগানিস্তান।

আফগানিস্তানের কুন্দুজ শহরের উপকণ্ঠে আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন ছ'জন আফগান নিরাপত্তা রক্ষী-সহ ১০ জনউ এছাড়াও অনেকেই জখম হয়েছেন। আফগানিস্তানের আভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার কুন্দুজ শহরের উপকণ্ঠে প্রধান হাইওয়ের (কুন্দুজ শহরের সঙ্গে কাবুল-সহ অন্যান্য প্রদেশের সংযোগকারী) কাছে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ছ'জন আফগান নিরাপত্তা রক্ষী-সহ ১০ জনেরউ এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন হামলার দায় স্বীকার করেনি।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি কুন্দুজ শহরেই আফগান সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে খতম হয়েছে ৫৬ জন তালিবান সন্ত্রাসবাদীউ ১২ ঘন্টারও বেশি সময়ের সংঘর্ষ শেষে তালিবান।

আগামী ঈদে আসছে না ভাইজানের কিক ২

মুম্বই, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সলমন ফ্যানদের জন্য দুঃসংবাদ। ''ইন-শা-আল্লাহ''র পর এবার ''কিক ২''। ২০২০র ঈদে আসছে না ভাইজানের ''কিক ২''-ও! ছবির পরিচালক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা নিজেই একথা জানান। যাবতীয় গুজবকে উড়িয়ে দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাতা সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা রবিবারই স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, সলমন খানের বহু প্রতীক্ষিত সিক্যুয়েল ২০১৪ সালের ব্লকবাস্টার 'কিক ২' আগামী বছরের ঈদে মুক্তি পাচ্ছে না।

গুজবের সূত্রপাত সলমন খানেরই একটি টুইট থেকে। অভিনেতার টুইটে ছবিটির অন্যতম বিখ্যাত সংলাপ, 'ইতনা মতসোচনা মেরে বারে মে, দিল মে আতা হুঁ... আউর ঈদ পে ভি ', এই জল্পনা তৈরি করেছিল যে সিক্যুয়াল পরের বছর ঈদে প্রেক্ষাগৃহে আসবে। এব্যাপারে জানতে চাইলে ছবিটির নির্মাতা সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা জানান, 'ছবিটির একটি ড্রাফট লেখা হয়েছে। আমি সলমনের বাড়িতে গিয়েছিলাম এই ব্যাপারে কথা বলতে। পুরো ড্রাফট এবং সংলাপ লিখতে আরও চার থেকে ছয় মাস সময় লাগবে। আগামী ঈদে ''কিক ২''-এর পুরো স্ক্রিপ্ট লেখা হয়ে যাবে। কিন্তু, ছবিটি আসতে এখনও দেরি আছে।' এর আগে ভাইজানের ''ইন-শা-আল্লাহ'' ছবির মুক্তির দিন পিছিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় বনশালীর প্রোডাকশন ব্যানারের পক্ষ থেকে।

পঃবঙ্গের বিভিন্ন কলেজের গেটে ধর্মঘট

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.):সোমবার পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ক্যাজুয়েল কর্মচারী সমিতির ডাকে সারা রাজ্যের প্রতিটি কলেজে গেটে ধর্মঘট পালন হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় অবশ্য এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দেয়।

সমিতির রাজ্য সহ সভাপতি সব্যসাচী গুছাইতের দাবি, বেলা ১০টা থেকে বিভিন্ন কলেজের মেন গেটে এই কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধিরা ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন। চলবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। ফলে, কলেজের অধ্যাপক থেকে স্থায়ী শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রী কেউ কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারছে না। ব্যাহত হচ্ছে কলেজের স্বাভাবিক পরিষেবা। দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে সাধারন ছাত্রছাত্রীরা। সব্যসাচীবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-এর কাছে অভিযোগ করেন, ''বেলদা কলেজে রাজ্যের শাসক দলের স্থানীয় নেতারা জোর করে অবরোধকারীদের সরিয়ে দেয়। এ ছাড়া, সর্বত্র শান্তিপূর্ণ অবস্থান-বিক্ষোভ হয়েছে।'' তিনি বলেন, সরকারী প্রতিষ্ঠানে সরকারী কাজ করেও সরকারী স্বীকৃতি নেই। বেতন নামমাত্র, তাও আবার বেশিরভাগ কলেজে মাসের পর মাস বন্ধ। তাই আমরা এই প্রতিকী ধর্মঘটে সামিল হলাম। স্থায়ী কলেজ কর্মচারীরা নৈতিকভাবে আমাদের ধর্মঘটকে সমর্থন করে সামিল হয়েছেন। দাবীপূরন না হলে সমিতির পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারী দেওয়া হচ্ছে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে অবস্থান সহ আমরন অনশনে নামব। স্তব্ধ হয়ে যাবে বাংলার প্রতিটি কলেজ সব্যসাচীবাবুর দাবি, আমরা চাইনা সাধারন ছাত্রছাত্রীরা ঝামেলায় পড়ুক। লিফলেট, পোষ্টার, ব্যানারের মাধ্যমে বিভিন্ন জনের কাছে বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

কূলভূষণের সঙ্গে দেখা করলেন ভারতীয় কূটনীতিক, কূটনৈতিক জয়ের ইঙ্গিত

ইসলামাবাদ, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে কূলভূষণ যাদবের সঙ্গে দেখা করলেন ভারতীয় কূটনীতিক গৌরব আহলুওয়ালিয়াউ সোমবার ইসলামাবাদে পাক বিদেশ দফতরে গিয়ে কূলভূষণের সঙ্গে দেখা করেন পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার গৌরব আহলুওয়ালিয়া।

কূলভূষণ যাদবের সঙ্গে ভারতীয় কূটনীতিককে দেখা করার অনুমতি (কনস্যুলার অ্যাক্সেস) দিতে হবে পাকিস্তানকে, গত ১৭ জুলাই ইমরান খান সরকারকে এমনই নির্দেশ দিয়েছিল আন্তর্জাতিক ন্যায় আদালতউ কিন্তু, বিগত দেড় মাসেও পাকিস্তানের নানা টালবাহানায় অনুমোদন মেলেনিউ সোমবার কনস্যুলার অ্যাক্সেস দিতে সম্মত হয় পাকিস্তানউ কনস্যুলার অ্যাক্সেসের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রস্তাব গ্রহণ করে ভারতউ এরপরই ইসলামাবাদে পাক বিদেশ দফতরে গিয়ে কূলভূষণের সঙ্গে দেখা করেন পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার গৌরব আহলুওয়ালিয়া।

সোমবার থেকে শুরু হয়েছে গণেপূজো। তাই প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে দর্শকদের উপচে পড়া ভিড়। ছবি- নিজস্ব।

বেহাল দশায় ধর্মনগর ডিডিআরসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর ।। ২০১১ সালে অবিভক্ত উত্তর জেলা থেকে উত্তর ও ঊনকোটি দুইজেলার পদযাত্রা শুরু হয়। কিন্তু বর্তমান উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের দীর্ঘ সংগ্রামের পর প্রায় ৮ বছর পর ডিডিআরসি'র পরিষেবা মাসে দুদিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। মাসের প্রথণ ও শেষ সোমবার। কৈলাসহরের ডিডিআরসি থেকে স্ট্যাফরা এসে মাসে দুদিন এই কাজ করে। ধর্মনগর থেকে দুজন চিকিৎসক এবং উনকোটি জেলা থেকে একজন অতি রোগ বিশেষজ্ঞ ও একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ এসে দিবাঙ্গনদের পরিক্ষঅ নিরিক্ষা করে সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করে। কিন্তু তাদের জন্য যে জায়গা ব্যবস্থা কার হয়েছে, তা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। প্রচন্ড নোংরা, স্টাফরা বসলে রোগীরা বসতে পারে না। রোগী বসলে স্ট্যাফ দাঁড়িয়ে থাকে। ধর্মনগরের চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ সন্দীপন রায়কে জিজ্ঞেস করা হলে জানানয় সরকারী ফান্ড নেই। তাই কিছুই করা যাচ্ছে না। দুপুর দেড়টা বেজে গেলেও উনকোটিকর দুই চিকিৎসকের দেখা নেই। দিবাঙ্গ এবং তাদের সঙ্গে আসা আত্মীয় পরিজনেরা অপেক্ষা করতে করতে দিশেহারা হয়ে গেছে। এই সোমবার সকাল থেকে ২৩ জন দিবাঙ্গ রোগীা এবং তাদের পরিজনেরা অপেক্ষায় আছে। অভিযোগ ওঠে এসেছে নোডাল অফিসার হরেশ পাল চৌধুরী এই সেন্টার উদ্বোধনের পর, একদিনও আসেনি, কেমন চলছে দেখতে। কৈলাসহর থেকে যে ৭ জন স্ট্যাফ আসে তাদের জন্য পর্যন্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। আর রোগীদের কোথঅ থেকে থাকবে। এই নির্মম পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে রোগীরা।

'এনআরসি যে ওয়েস্টপেপার হবে তা আগেই বলেছিলাম', দাবি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের

গুয়াহাটি, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জাতীয় নাগরিকপঞ্জির সদ্য প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকাটি মনঃপূত হয়নি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তরুণ গগৈয়ের। তাই তিনি বলেছেন, ''এনআরসি যে ওয়েস্টপেপারে পরিণত হবে তা আমি অনেক আগে থেকেই বলে আসছি।'' সোমবার দিশপুরে মিনিস্টার্স কলোনিতে তাঁর সরকারি আবাসে বসে হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় এনআরসি সম্পর্কে এভাবেই তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন সাবেক মুখ্যমন্ত্রী গগৈ।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক তরুণ গগৈ বলেন, ''এনআরসি-র যে তালিকা গত শনিবার প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে আমি মোটেও সন্তুষ্ট নই। বিদেশি চিহ্নিতকরণ বা বিদেশি বহিষ্কারের নামে জলে ফেলা হয়েছে কোটি কোটি টাকা।'' এক জিজ্ঞাসার জবাব দিতে গিয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বলেন, ''এনআরসি-র রি-ভেরিফিকেশনের কোনও মানে নেই, আমি অন্তত মনে করি না, এতে কোনও লাভ হবে। তাই আমি পুনর্যাচাইয়ের ঘোর বিরোধী। এতে কেবল মানুষের হয়রানিই হবে আর কিছু নয়।'' বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

তরুণ গগৈ বলেন, বিদেশি খেদাও হল বিজেপি ও অগপ-র মূল অ্যাজেন্ডা, এই ইস্যু ছাড়া তাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্র অন্ধকার। প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও তোপ দেগেছেন তিনি। বলেন, ''মোদী বলছেন তরুণ গগৈ বাংলাদেশি বিদেশিদের লাল কার্পেট পেতে ভারত তথা অসমে এনেছেন। কিন্তু সেই মোদী-তো বিদেশি খেদানো দূর, শুদ্ধ ত্রুটিহীন এনআরসিই তৈরি করতে পারলেন না। তা-হলে আমার বিরুদ্ধে এ-সব অবান্তর অভিযোগ তোলার মানে কী?'' তাঁর অভিযোগ, এনআরসি আরেক নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এর জন্য ক্ষমতাসীন সরকারকে দোষারোপ করেছেন তিনি। তাঁর ব্যাখ্যা, সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করতে পারেনি সরকার, কোনও গুরুত্বই দেয়নি, তা-হলে এখন ''মায়াকান্নার কোনও অর্থ নেই'', বলেন, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা গগৈ।

''কংগ্রেস আমলে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ বিদেশিকে রক্ষণাবেক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে ক্ষমতাসীন জোট শরিক বিজেপি ও অগপ অপপ্রচার চালিয়ে আসছিল। এবার তা-হলে এই সব বিদেশি কোথায় গেল? বেরোলো না কেন বিদেশি?''

কটাক্ষ করে অগপ আমলের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলনের অন্যতম নেতা প্রফুল্লকুমার মহন্তকেও ছাড়েননি তরুণ। বলেন, ''যে মহন্ত ৫০ লক্ষ বিদেশির কথা বলে ৪০ বছর আগে অসম আন্দোলন করেছিলেন, সেই একই মহন্ত এবার ১৯ লক্ষ বিদেশি (এনআরসি-ছুট)-র তালিকা দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন! তার মানে কী দাঁড়ালো, মহন্ত মিথ্যাবাদি, ভাঁতাবাজ?'' গগৈয়ের দাবি, অগপও অসমের বিদেশি সমস্যার সমাধান চায় না, তাই এনআরসি-র কাজ প্রফুল্ল মহন্তের আমলে শুরুই করা হয়নি।

মহারাষ্ট্রে ফের ভাঙন কংগ্রেসে, শিবসেনায় যোগ দিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল সাত্তার

মুম্বই, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে ফের ভাঙন ধরল কংগ্রেসেউ কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে শিবসেনায় যোগ দিলেন দু'বারের কংগ্রেস বিধায়ক তথা মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মন্ত্রী আব্দুল সাত্তারউ সোমবার শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের বাড়িতে, শিবসেনা প্রধানের উপস্থিতিতেই শিবসেনায় যোগ দিয়েছেন আব্দুল সাত্তারউ প্রসঙ্গত, মহারাষ্ট্রের ঔরাঙ্গাবাদ জেলার সিল্লোড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন আব্দুল সাত্তার।

লোকসভা নির্বাচনের আগেই কংগ্রেস বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন আব্দুল সাত্তারউ কংগ্রেস বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর সেই সময় মহারাষ্ট্র বিজেপির ততালীন সভাপতি রাওসাহেব দানভে-কে সাহায্য করেছিলেন সাত্তারউ সংসদীয় নির্বাচনে জালনা লোকসভা আসনে জয়ী হয়েছেন রাওসাহেব দানভেউ এদিন আব্দুল সাত্তার শিবসেনায় যোগ দেওয়ার পর শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে বলেছেন, 'সিল্লোড় বিধানসভা কেন্দ্র থেকে শিবসেনাকে জয়ী দেখতে চাইউ ওই আসনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছেউ' চলতি মাসেই মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনউ তার আগে দলবদলের পালা অব্যাহতউ কংগ্রেস এবং এনসিপি থেকে ইতিমধ্যেই বহু নেতা বিজেপি অথবা শিবসেনায় যোগ দিয়েছেনউ এবার শিবসেনায় যোগ দিলেন আব্দুল সাত্তার।

অপরাধ ও দুর্নীতির বাড়বাড়ন্ত নিয়ে নীতিশকে কটাক্ষ তেজস্বীর

পাটনা, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজ্যজুড়ে দুর্নীতি ও অপরাধের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের নিন্দায় সরব হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব।

সোমবার ট্যুইটবার্তায় তেজস্বী যাদব লিখেছেন, প্রতিদিনই দুর্নীতির বিষয়গুলি প্রকাশ্যে চলে আসছে। নিরুপায় মানুষ অপরাধীদের হাতে প্রাণ হারাচ্ছে। সরকারি উদাসীনতায় হাসপাতালগুলিতে গিয়ে ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। দুর্নীতিগ্রস্ত, অপরাধী, মাফিয়া এবং ধর্ষণকারিদের রক্ষা করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে জঙ্গলরাজ চালাচ্ছেন নীতিশ কুমার।

অপর একটি ট্যুইটবার্তায় তেজস্বী যাদব লিখেছেন, অপরাধীরা বিহারের জেলের ভেতর জন্মদিনের পার্টি করছে। হাতির উপরে বসে বিজেপি বিধায়ক বন্দুক দেখাচ্ছে। নীতিশ কুমারের বিধায়ক সরকারি আধিকারিকদের হাড় ভেঙে দেওয়ার কথা বলছে। এমনকি পুলিশের ডিজিও জীবনহানির ভয়ে ভুগছে। অপরাধীদের রক্ষা করে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী। অপরাধী, বন্যা, এনসেফেলাইটিসের প্রাণ হারাচ্ছে নিরীহ মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নিন্দায় মুখর হয়ে তেজস্বী ট্যুইটে দাবি করেছেন, বিগত সাত বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন জিডিপির হার।

সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে গণেশ পুজো দিলেন অমিত শাহ

মুম্বই, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে মুম্বইয়ের বিখ্যাত সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে গণেশ পুজো দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ।

এর আগে এদিন মহারাষ্ট্রের রাজ্য বিজেপি সভাপতি মঙ্গল প্রভাত লোধার নেতৃত্বে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মুম্বইয়ের সমস্ত সাংসদ, রাজ্য সরকারের সমস্ত মন্ত্রীদের নিয়ে অমিত শাহকে স্বাগত জানানো হয়। বিমানবন্দর থেকে সরকারি অতিথিশালায় কিছুক্ষণ বিশ্রম নিয়ে গণেশ পুজো দিতে মুম্বইয়ের বিখ্যাত সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিতে যান। গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে অভিনন্দন জানিয়ে অমিত শাহ ট্যুইটারে লেখেন যে গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে সকল দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানাই।

দিন দুপুরে টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর ।। উত্তর মহুয়ার ৮২ বছরের বৃদ্ধ সুবল দেবনাথ, ধর্মনগরের স্টেইট ব্যাঙ্ক থেকে সোমবার সকালে ৬০০০০ টাকা তুলে পোস্ট অফিসের সামনে যায়। তার কাছে আরও ছিল ৫০০০ টাকা, একটি ব্যাগে নিয়ে দুপুর সাড়ে বারটায় একজনের সাথে কথা বলছিলেন। উদ্দেশ্য একটাই এই টাকাটা পোস্ট অফিসে জমা করে রাখা। একটি ছেলে ইচ্ছাকৃতভাবে বৃদ্ধের সার্টের পেছনে পানের পিক ফেলে বলে দাদু আপনার পেছনে দিক কি জানি পড়েছে। পাশেই মৎস দপ্তরের একটি পুকুর থাকায়, লোকটি পুকুরের জলে সার্টের পেছন দিকে ধুতে যায়। এই সময়ই যে ছেলেটি বৃদ্ধকে জলে ধুয়ে আসতে বলে, সেই বৃদ্ধর ব্যাগটি নিয়ে পালাতে যায়। চিৎকারে টেইলারের দোকান মালিক বিধু ভূষন ধর ছেলেটিকে ধরে ফেলে, সে সাথে সাথে বৃদ্ধকে ব্যাগটি ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু এলাকাবাসীরা এই জনবহুল এলাকা থেকে দুপুর সাড়ে বারটায় ছিনতাই তা কোন মনেই মেনে নিতে পারেনি। উত্তপ্ত জনতাত ছিনতাইবাজকে কিছু উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশেড হাতে তুলে দেয়।

গণেশ চতুর্থী দেশবাসীকে শুভেচ্ছা রাহুল-সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : 'গণেশ চতুর্থী এমন একটি উৎসব যা দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক এবং মানুষকে একত্রিত করে', সোমবার গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে দেশের মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এমনটাই বললেন কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী। সিদ্ধিদাতা গণেশের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে দেশজুড়ে এদিন উদযাপিত হচ্ছে গণেশ চতুর্থী, যা বিনায়ক চতুর্থী নামেও অভিহিত।

সমস্ত সম্প্রদায়ের শান্তি, সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের বার্তা দিয়ে এদিন ইউপিএ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধী বলেন, 'আমি ''গণেশ চতুর্থী''-র শুভক্ষণে সকল ভারতীয়দের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এটি এমন একটি উৎসব যা দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক এবং মানুষকে আনন্দের যাবে একত্রিত করে।' কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি জানান, 'ভগবান গণেশ সুখদাতা এবং সঙ্কটের সমাধানকারী। আমি সিদ্ধিদাতা গণেশের কাছে প্রার্থনা করি, সমস্ত বাধা ও দুর্দশা দূর করে সকল দেশবাসীর জন্য প্রজ্ঞা, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের সূচনা করুন।' প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীও গণেশ চতুর্থীতে মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

পাকিস্তানে নিরাপদ নয় হিন্দু ও শিখ দাবি দলজিত সিং চিমার

চন্ডীগড়, ২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা ভাল নেই। বিভিন্ন ধর্মের মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। সোমবার এমনই দাবি করেছেন শিরোমণি আকালি দলের নেতা দলজিত সিং চিমা।

এদিন দলজিত সিং চিমা জানিয়েছেন, পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের অবস্থা খুবই করুণ। একবার নয় হিন্দু এবং খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে এমন ঘটনা হাজারবার ঘটেছে। এখন শিখ মেয়েদের অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে জোর করে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। অপহরণ করে টাকা চাওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে। সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা উচিত পাকিস্তান সরকারের। সংখ্যালঘুরা যাতে স্বাধীন ভাবে বসবাস করতে পারে এবং স্বাধীন ভাবে নিজের ধর্মচারণ করতে পারে তা নিশ্চিত করা উচিত পাকিস্তান সরকারের।

উল্লেখ করা যেতে পারে পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশের বছর ১৯-এর জগজিত কৌরকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করে এক মুসলমান ধর্মের ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার শিরোমণি আকালি দলের নেতা মানজিন্দর সিং সিরসা ভিডিও প্রকাশ করার পর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।